CMYK
শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK
সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 24 April 2019 ■ আগরতলা, ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিক্ষিপ্ত ঝামেলার মধ্যে পূর্ব আসনে ভোট

মঙ্গলবার পূর্ব আসনের একটি বুথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন জনৈক বৃদ্ধা। ছবি নিজস্ব।

সন্তোষ প্রকাশ করলেও কমিশনে অভিযোগ দাখিল সব দলেরই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে সাঙ্গ হল পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট গ্রহণ। ইভিএম বিভ্রাট, পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ সব মিলিয়েও শান্তিপূর্ণই ছিল ভোট গ্রহণ পর্ব। অন্ততঃ ভোট শেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়ায় এমনটাই মনে হয়েছে। তবে, ভোট শান্তিপূর্ণ হলেও নির্বাচন কমিশনে বরাবরের মতোই অভিযোগ জমা পড়েছে। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা পূর্ব আসনের ভোট রাজ্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা পূর্ব আসনে সকাল থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হলেও একাধিক স্থানে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট-এ ত্রুটির ঘটনা সামনে এসেছে। খোয়াই, কমলপুর, আমবাসা, অমরপুর ও কদমতলা-কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি বুথে আজ ভোটযন্ত্রে গোলযোগের কারণে ভোট প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হয়েছে। তাছাড়া, অমরপুরে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সাথে গোমতি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের বাকবিতণ্ডায় পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়। খোয়াইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে সিপিএম কর্মীকে পিটিয়েছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। এদিকে, লংতরাইভ্যালির পূর্ব ভগীরথপাড়ার ভোটাররা আজ শুরুতে ভোট বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে বেলা এগারোটা নাগাদ তাঁরা ভোট কেন্দ্রের দিকে রওয়ানা দেন।

মঙ্গলবার সকাল ৭-টা থেকে তৃতীয় পর্যায়ের ভোট শুরু হয়। অধিকাংশ বুথে সময়মতো ভোট শুরু হলেও খোয়াই জেলায় চারটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আজ ইভিএম বিভ্রাটের জেরে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হয়েছে। জানা গেছে, খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, প্রহরমুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, সিঙিছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, সোনাতলা ভূমিহীন কলোনি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বুথে আজ সকালে ইভিএম গোলযোগ দেখা দেয়। এর জেরে কিছুক্ষণ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল।

এ-বিষয়ে খোয়াইয়ের জেলাশাসক তথা সহকারী নির্বাচন আধিকারিক পঙ্কজ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কয়েকটি বুথে ইভিএম নিয়ে সমস্যা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে-সব সারাই করা হয়েছে। এর পর যথারীতি ভোট শুরু হয়। তিনি আরও জানান, ভোট প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সামান্য ত্রুটি হলে তা ধরা পড়ার সাথে সাথেই সমাধান করা হয়েছে।

এদিকে, খোয়াই ছাড়াও কমলপুর, আমবাসা, অমরপুর এবং কদমতলা-কুর্তিতে ভোটযন্ত্র বিকল হওয়ার খবর মিলেছে। ওই স্থানগুলিতে একাধিক বুথে ভোটযন্ত্র বিকল হয়ে পড়েছিল। তাতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। খবর পেয়ে নির্বাচন আধিকারিকরা ভোটযন্ত্র সারাইয়ের উদ্যোগ নেন। কিছু বুথে ইসিএল-এর ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে ভোটযন্ত্র সারাই করে দিয়েছেন।

আজ নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লংতরাইভ্যালি মহকুমার পূর্ব ভগীরথ পাড়ার ভোটাররা। রাস্তাঘাট এবং পানীয় জলের সমস্যার কারণেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে জনৈক ভোটার জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁদের এলাকায় রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সরকার পরিবর্তনের পরও অত্যন্ত ধীরলয়ে চলছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া। তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

আজ সকালে পূর্ব ভগীরথপাড়া এসবি স্কুলের ভোটকেন্দ্রে সকাল সাতটায় ভোট শুরু হলে কোনও ভোটার বুথে যাননি। খবর নিয়ে জানা যায়, পূর্ব ভগীরথপাড়ার ভোটাররা ভোট বয়কট করেছেন। তাঁরা আগেই ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছিলেন। ভোট বয়কটের খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রশাসনেই দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়। লংতরাইভ্যালি মহকুমার এসডিএম তথা এআরও সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, ডিসিএম এবং পূর্ব আসনে বিজেপি প্রার্থী রেবতিকুমার ত্রিপুরা পূর্ব ভগীরথপাড়ায় ছুটে যান। তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়, রাস্তাঘাট সংস্কার এবং পানীয় জলের সমস্যা অচিরেই সমাধান করা হবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রের দিকে রওয়ানা দেন। জানা গেছে, সকাল ১১টা থেকে ওই ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়।

এদিকে, অমরপুরে বিজেপির দুই পোলিং এজেন্টকে পুলিশ আটক করেছে। এই ঘটনায় অমরপুর বাজারে অবরোধে বসেন বিজেপি কর্মীরা। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার পৌঁছলে তাঁদের সাথে বাকবিতণ্ডা হয় বিজেপি কর্মীদের। বিজেপির অভিযোগ, বিনা অপরাধে দলীয় পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। তাছাড়া, অযথা অমরপুর বাজারে আতঙ্ক তৈরি করছে পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের বক্তব্য, সাইরেন বাজিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব আসনে ভোট নিয়ে সন্তুষ্ট কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী, টিএসআর বাহিনী-সহ পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ। তিনি বলেন, তাঁদের সর্বাত্মক চেষ্টার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মতো পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট হয়নি। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সাংবাদিকেরপ্রশ্নের উত্তরে তিনি প্রদ্যুৎ কিশোর জানান, কংগ্রেস জয়ের জন্য নির্বাচনে লড়াই করছে। আশা রাখছেন জয় হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, পশ্চিম আসনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। তাই আমরা সকলে আশা করছি নির্বাচন কমিশন দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং কিছু বুথে আবার ভোটের নির্দেশ দেবে। গত ১১ এপ্রিলের ভোট ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য লজ্জার। তাই কংগ্রেসের তরফে দাবি জানানো হয়েছে আবার ভোট করানোর। নির্বাচন কমিশনের হাতে পুরো তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম আসনের কোন কোন বুথে রিগিং হয়েছে। এখন নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেবে গোটা পশ্চিম আসনে পুনর্ভোট করাবে না-যে সকল বুথে রিগিং হয়েছে সেগুলোতে ভোট করাবে। যদি নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে মিল না হয় তবে তাঁরা আদলতেও যেতে পারেন বলে জানান তিনি।

এদিকে, পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বেশ কয়েকটি বুথ দখলের অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রজ্ঞা দেববর্মা। এই অভিযোগ করে রাজকুমারী প্রজ্ঞা বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ইভিএম সঠিকভাবে কাজ করছে না, বহু বুথে কংগ্রেসের এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, বুথ ক্যাপচারিংয়েরও খবর তাঁর কাছে আসছে। তিনি নাকি সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারদের ফোন করে বিষয়গুলি জানাচ্ছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব আসনে জনগণ জেহাদের ভোট দিলেন ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট জনগণ জেহাদের ভোট দিয়েছেন। বিজেপির সন্ত্রাস উপেক্ষা করেও জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দিয়ে এর জবাব দিয়েছেন। ভোট গ্রহণ শেষে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদ গৌতম দাশ সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথাগুলি বলেন। সন্ত্রাসের আবহের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ভোট সম্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করেছে সিপিআইএম।

রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ সন্ধ্যায় দলীয় রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন গতকাল সন্ধ্যা থেকেই বেশকিছু বিধানসভা এলাকায় বিজেপি সন্ত্রাস চালিয়েছে। সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস হয়েছে কমলপুরে। দুর্বৃত্তরা বিরোধী দলের নেতা-কর্মী সমর্থকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা হুজ্জতি এবং ভোট কেন্দ্রে না যেতে হুশিয়ারি দিয়েছে। ভোটারদের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। খোয়াই, ঋষ্যমুখ, জোলাইবাড়ি, সাব্রুম, ধর্মনগর, কুমারঘাট, পাবিয়াছড়া ফটিকরায় সহ অন্যান্য স্থানেও সন্ত্রাস চালিয়েছে বিজেপি। এর মধ্যেই সকাল থেকে পূর্ব আসনে ভোট হয়েছে। জনগণের কাছে এই বোট দিল জেহাদের ভোট। ১১ এপ্রিল পশ্চিম আসনে যেভাবে বিজেপি ব্যাপক হারে রিগিং করেছে, ভোট ডাকাতি করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বাধ্য হয়েছে পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দিতে বলেও উল্লেখ করেন গৌতম দাস। সার্বিকভাবে ভোটগ্রহণ যে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে তা অবশ্য তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন।

গৌতম বলেন, দুর্বত্তদের বাধার ফলে অনেক ভোটার ভোট না দিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনা শুনে তিনি ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক একে শুক্লার সঙ্গে কথা বলেন। এর পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব ত্রিপুরায় ভোট পরল ৮০.৪ শতাংশ, বাড়বে হার, নির্বাচন মোটামুটি সন্তোষজনক ঃ সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরার পূর্ব আসনে ৮০.৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। তবে ভোটের হার আরও বাড়বে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি। সাথে তিনি যোগ করেন, সার্বিকভাবে ভোট শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে এখনও সমস্ত বুথের রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি। সমস্ত বুথের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা হবে।

সাঙ্গ হল রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন। তৃতীয় দফায় ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ভোট সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি জানান, ৮০.৪ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে শেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে। তবে ভোটের হার আরও বাড়বে। কারণ, নির্বাচনের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রায় ২২ হাজার টোকেন বিলি করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখনও অনেক বুথে ভোটাররা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তাঁর কথায়, ১,৬৪৫টি বুথের মধ্যে ১,৪৭১টি বুথের ভোটের হার জানা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১৭৪টি বুথের এখনও রিপোর্ট আসেনি। সেখানে ভোট পর্ব এখনও সমাপ্ত হয়নি।

শ্রীরাম তরণিকান্তি জানান, আজ বেশ কিছু বুথে ভোটযন্ত্রে গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। তাতে ভোট প্রক্রিয়ায় কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। তাঁর কথায়, আজ মকপোলের সময় ২০টি ব্যালট ইউনিট, ২৬টি কন্টোল ইউনিট এবং ৩৬টি ভিভিপ্যাট-এ গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া, ভোট শুরু হওয়ার পর ১৩টি ব্যালট ইউনিট, ১৩টি কন্টোল ইউনিট এবং ৩৩টি ভিভিপ্যাট-এ গোলযোগ দেখা দেয়। সেগুলির মধ্যে কিছু সারাই করে এবং বাকি ভোটযন্ত্র বদল করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। তাতে কিছুটা সময় লেগেছে। ফলে ওই সমস্ত বুথে ভোট কিছুটা ধীরগতিতে চলেছে।

এদিন তিনি জানান, ঋষ্যমুখ, জোলাইবাড়ি এবং অমরপুরে ভোটারদের হুমকি দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সেখানে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে।

ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কথায়, আজ সারাদিনে ভোটের ধরণ কমবেশি একইরকম ছিল। গতকাল রাতেই বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসি ছয় জেলার জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেছিলেন। আজও তিনি সার্বিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছেন। তাতে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশন সার্বিকভাবে সন্তুষ্ট, দাবি শ্রীরাম তরণিকান্তির।

এদিকে, ত্রিপুরা পূর্ব আসনেও ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশনে অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ওই সমস্ত অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে, জানান মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। তাঁর কথায়, বুধবার আমবাসায় স্ক্রুটিনি হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে পূর্ব আসনে রিটার্নিং অফিসার, এআরও, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুজরাট দাঙ্গা : বিলকিস বানোকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): গুজরাট দাঙ্গা মামলা (২০০২ সাল)-য় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অস্বস্তিতে গুজরাট সরকার। দাঙ্গার সময় গণধর্ষিতা হয়েছিলেন বিলকিস বানো নামে এক মহিলা। মঙ্গলবার গুজরাট সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে বিলকিস বানোর পক্ষে রায় দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নির্যাতিতা ওই মহিলাকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে গুজরাট সরকারকে। একইসঙ্গে বিলকিস বানোকে সরকারি চাকরি ও নিয়মমাফিক সরকারি সুযোগ- সুবিধা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। প্রসঙ্গত, এর আগে বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় যে দুই পুলিশ আধিকারিককে বম্বে হাইকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করেছিল সেই দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে গুজরাট সরকারকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয় দফায় ভোট পড়েছে ৬৪.৬৬ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। তৃতীয় দফায় ৬৪.৬৬ শতাংশ ভোট পড়েছে গোটা দেশে। মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে এমনই জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

এদিন দেশের দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সহ ১৫টি রাজ্যের ১১৬টি লোকসভা আসনে ভোট ছিল। ওডিশায় ভোট পড়েছে ৫৮.১৮ শতাংশ, ত্রিপুরায় ৮০.৪, উত্তরপ্রদেশে ৫৭.৭৪, পশ্চিমবঙ্গ ৭৯.৩৬, ছত্তিশগড়ে ৬৫.৯১, দাদরা ও নগর হাভেলি ৭১.৪৩ দমন ও দিউতে ভোট পড়েছে ৬৫.৩৪ শতাংশ।

পাশাপাশি অসম, বিহার, গুজরাট, গোয়ায় ভোট পড়েছে যথাক্রমে ৭৮.২৯, ৫৯.৯৭, ৬০.২১, ৭১.০৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্রে যথাক্রমে ভোট পড়েছে ১২.৮৬, ৬৪.১৪, ৭০.২১, ৫৬.৫৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। দেশজুড়ে প্রায় ১৬৪০জন প্রার্থী ভাগ্য নিধারণ হয়েছে এদিন। এদের মধ্যে উল্লেকজনক হলেন গান্ধীনগরে বিজেপি প্রার্থী তথা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, কেরলের ওয়ানাড কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী রাহুল গান্ধী, উত্তরপ্রদেশের মইনপুরি কেন্দ্রে প্রার্থী তথা সপা নেতা মুলায়ম সিং যাদব, উত্তরপ্রদেশ পিলভিট কেন্দ্র বিজেপি প্রার্থী বরুণ গান্ধী।

গুজরাটে ২৬টি লোকসভা আসনের জন্য এদিন ভোটগ্রহণ হয়। পাশাপাশি কেরল, গোয়া, দাদরা এবং নগর হাভেলি, দমন এবং দিউর যথাক্রমে ২০, ২ ও একটি লোকসভা আসনের জন্য ভোট হয়েছে। অসমে ৪টি লোকসভা আসনে এদিন ভোটগ্রহণ হয়েছে। বিহার, ছত্তিশগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ওডিশা, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরাতে যথাক্রমে ৫, ৭, ১, ১৪, ১৪, ৬, ১০, ৫, একটি লোকসভা আসনের জন্য ভোটগ্রহণ হয়েছে। দেশের প্রায় ১৯ কোটি ভোটা এদিন ভোট দিয়েছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষকের কাছে নালিশ

পুলিশের ভূমিকায় চটে লাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনে পুলিশের ভূমিকায় চটে লাল হয়েছে শাসক দল বিজেপি। একাংশ পুলিশ দলদাসের উর্ধে উঠতে পারছেন না। তাই তারা সিপিএমের তল্পিবাহক হিসেবেই কাজ করে চলেছেন বলে উষ্মা প্রকাশ করেছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসীর কাছে একাংশ পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশও জানিয়েছে শাসক দল। তবে, নির্বাচন কমিশনের কাজেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিজেপি।

রাজ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তুষ্ট বিজেপি আজ বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসীর কাছে নালিশ জানিয়েছে। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপিকে কলঙ্কিত করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে, তথ্য প্রমাণ সহ তা বিশেষ পর্যবেক্ষককে জানিয়েছে বিজেপি । পাশাপাশি, ত্রিপুরা পূর্ব আসনে আজ ভোটেও প্রশাসনের একাংশ নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছে বলে অভিযোগ জানিয়েছে শাসক দল ।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসীর কাছে নালিশ জানিয়েছে। ছবি নিজস্ব

আজ সকালে ত্রিপুরা বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র ডাঃ অশোক সিনহার নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দল বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসীর সাথে দেখা করেছেন । ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি কিছু অভিযোগের তথ্য প্রমাণ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন ।

এবিষয়ে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই বিরোধীদের চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল । তা তথ্য সহ নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি। কিন্তু কোন প্রতিকার পাইনি । ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে ভোট নিয়ে বিজেপিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে। তথ্য প্রমাণ সহ এবিষয়েও রাজ্য নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছি, কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

তাঁর কথায়, আজ বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসীকে সমস্ত অভিযোগের তথ্য প্রমাণ সহ বর্ণনা দিয়েছি। রাজ্য নির্বাচন কমিশন কেন বিজেপির অভিযোগ গুরুত্ব দিচ্ছে না, সে বিষয়েও জানতে চেয়েছি। নবেন্দু বলেন, আজ ত্রিপুরা পূর্ব আসনে ভোটে জোলাইবাড়ীতে ভোটারদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুলিশ কর্মীরা তাঁদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে ভোট কেন্দ্রে। বিশেষ পর্যবেক্ষককে এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, আশারামবাড়ীতে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা এবং অমরপুরে পোলিং এজেন্টকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK
CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ১৯২ ◻ ২৪ এপ্রিল ২০১৯ ইং ◻ ১০ বৈশাখ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অবাধ ভোটে ভাগ্যপরীক্ষা

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট শান্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় সব রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ করিয়া কংগ্রেস মঙ্গলবার পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোট শান্তিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছে। এগার এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে রিগিং ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠিয়াছে। ভোটে কারচুপি ইত্যাদির অভিযোগে নির্বাচন কমিশন মামলা শুরু করিয়াছে। পশ্চিম আসনে বেশ কিছু আসনে পুণঃনির্বাচনের সম্ভাবনা রহিয়াছে। পশ্চিম আসনের নির্বাচনে কমিশন যে সন্তুষ্ট নন তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। এই যখন টানাপোড়েন চলিতেছিল তখনই কমিশন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচনের দিন ১৮ এপ্রিলের পরিবর্তে ২৩ এপ্রিল ঘোষণা। একদিকে, পূর্ব আসনের ১৬৪৫টি আসনের মধ্যে ১৪২৪টি বুথেই আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা এবং বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি কারণে পূর্ব আসনে নির্বাচনে ভোট কারচুপি রিগিং ইত্যাদির ঘটনা ঘটে নাই। সোজা কথায় ভোট হইয়াছে, জনমত প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নির্বাচনী ফলাফলই বলিয়া দিবে রাজ্যে কোন্ দলের মাটি কতখানি শক্ত। এই লোকসভা নির্বাচনী ফলাফল হইতে রাজ্যের সবগুলি দলই নিজেদের জনপ্রিয়তা কতখানি তাহা যাচাই করিয়া নিবার সুযোগ পাইয়া গেল বলা যাইতে পারে।

ত্রিপুরায় এমন সময়ই লোকসভা নির্বাচন হইতেছে যখন বিজেপি সরকারের বয়স মাত্র এক বছর অতিক্রম করিয়াছে। এই এক বছরে রাজ্যবাসীর আশা আকাংখা কতখানি পূরণ হইয়াছে, সরকারের উপর জন আস্থা ও ভরসা কতখানি কিংবা অনাস্থা কতখানি তাহাও যাচাই হইয়া যাইবে। সুতরাং এরাজ্যের দুইটি লোকসভা আসনের নির্বাচন নতুন বিজেপি সরকারের সামনে বিরাট পরীক্ষা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, এরাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলি এই নির্বাচন হইতে অনেক বেশী শিক্ষা নিতে পারিবে। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের দায়িত্ব মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের হাতে তুলিয়া রাহুল গান্ধী ত্রিপুরায় বিজেপিকে একটি ধাক্কা দিতে পারিয়াছেন। উপজাতি সংরক্ষিত আসনে প্রদ্যুৎ কিশোর উপজাতি অংশের মানুষকে টানিতে পারিয়াছেন প্রার্থী রাজকুমারী প্রজ্ঞা। রাজভক্তিও প্রজ্ঞার পক্ষে সহায়ক হইয়াছে। বিভিন্ন দলে সংগঠনে বিভক্ত উপজাতি অংশের মানুষ প্রদ্যুতের ডাকে নতুন করিয়া সাড়া না দিয়া পরিবেন না। আর পূর্ব আসনে ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু করিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও সিপিএম রাজ্যে দিল্লীতে জোর চাপ অব্যাহত রাখিয়াছে। ভোট সাঙ্গ হইল এখন অপেক্ষার পালা। কেন্দ্রের ক্ষমতায় কে বসিতেছেন। রাজ্যের দুটি আসনে কে জয়ী হইবেন। বিভিন্ন দলের ভোট হার কি। এখন দেখিবার পালা ত্রিপুরার ভাগ্যে জনাদেশ কি?

বুনিয়াদপুরে পোলিং এজেন্টের রহস্যজনক মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : ভোট চলাকালীন মঙ্গলবার দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তগর্ত বুনিয়াদপুরে এক পোলিং এজেন্টের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রহস্যজনক পরিস্থিতিতে গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছে পোলিং এজেন্ট বাবুলাল মূর্মুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সংরক্ষিত পোলিং এজেন্ট হিসেবে তাকে রাখা হয়েছিল।

প্রশাসনের তরফ আরও জানা গিয়েছ যে বুনিয়াদপুরে বাড়ি ভেতর থেকে বাবুলাল মূর্মুর গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত পোলিং এজেন্টের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে বাবুলাল মূর্মুকে খুন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জেলা প্রশাসনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

অশান্তির এলাকায় পুনঃ নির্বাচনের দাবি করব : দিলীপ ঘোষ

মোহনপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুরে প্রচার করলেন মেদিনীপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।মোহনপুর ব্লক এর শিয়ালসাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বাইক মিছিল ও রেলি সহকারে প্রচার চালান মেদিনীপুর লোকসভা দিলীপ ঘোষ।পরে মোহনপুরে জগন্নাথ মন্দির এবং মোহনপুর ব্লক এর তারানিয়া শিব মন্দিরে পুজা দেন তিনি।প্রায় শতাধিক মহিলা পুরুষ কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মোহনপুর ব্লক এর গোটসন্ডা,তনুয়া,অরুয়া,দাঁতুনিয়া,বড়াই বাজার পরিক্রমা করে ভোট প্রচার করেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।প্রায় তিরিশ কিলোমিটার গাড়িতে করে মিছিল সহকারে প্রচার করেন তিনি।বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ফুল দূর্বা মালা সহ বরণ করে নেয় দিলীপ ঘোষকে।এদিন শিয়ালসাই থেকে মিছিল শুরু হয়ে মোহনপুরে শেষ হয়।

এদিন নির্বাচন পর্বে ভগবানগোলাতে কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন -ঙ্র' পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত একশোজনের বেশি মানুষ খুন হয়েছেন একই ভাবে । কেন্দ্রীয় বাহিনীর রয়েছে বলেই এবার নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত হিংসা বা সংঘর্ষ কম। রাজ্যপুলিশ থাকলে বেশি হতো । তবু যেখানে হিংসা অশান্তি হয়েছে সেখানে পুনঃনির্বাচনের দাবি করবো । তবে ওরা আর মানুষকে আটকাতে পারবে না । মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজেও জনসভাতে লোক হচ্ছেনা বুঝে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছেন । ওদের বাকি হিসেবটা ২৩ তারিখ বুঝিয়ে দেবো ।

ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম এক মাওবাদী

দান্তেওয়াড়া, ২৩ এপ্রিল(হি.স.) : নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে খতম এক মাওবাদী। ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার ফুলগাঁট্টা গ্রামের ঘটনা। মাওবাদীর নাম, শঙ্কর ওরফে কামলু। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।মঙ্গলবার দুপুরে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার ফুলগাঁট্টা গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনী ও মাওবাদীদের মধ্যে গুলির লড়াই বাঁধে। ঘটনায় বাহিনী একজন মাওবাদীকে এনকাউন্টার করে। ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল সুন্দররাজ এই খবর জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী ছত্তিশগড়ের দুটি জেলার সীমান্তে মাওবাদীদের খোঁজে তল্লাশি চালায়। মাওবাদীদের খোঁজ পাওয়ার পর তাদের সঙ্গে গুলির লড়াই বাধে। এনকাউন্টারে একজন মাওবাদী খতম হয়। কামলু, ভাইরামগড় এরিয়া কমিটির নামক এক মাওবাদী দলের সদস্য ছিল।ওই মাওবাদীর মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ৫ লক্ষ। অনেকদিন ধরে তার খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে খতম করতে সক্ষম হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে নাইন এমএম পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা চুরি

সিউড়ি ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : মন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে টাকা চুরি।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমের সিউড়ি পুর এলাকার ভট্টাচার্য পাড়ায়।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় একজন বাসিন্দা এসে দেখেন কেও বা কারা প্রনামী বাক্সের তালা ভেঙ্গে টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। এরপরই খবর পেয়ে এলাকাবাসীরা ছুটে আসেন এবং পুলিশকে খবর দেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এই প্রনামী বাক্সের তালা খোলা হয় এবং যা টাকা থাকে তা ওই মাসের আমাবস্যায় দিন পুজোর কাজে লাগানো হয়।কিন্তু এই বছর সেই পূজোর আগেই চুরির ঘটনা ঘটলো।তবে যারাই চুরি করুক না কেন তারা খুচরো কয়েন রেখে বাকি টাকা নিয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা নন্দ ধীবর বলেন,” এদিন সকালে আমার স্ত্রী মন্দিরে ঝাঁট দিতে এসে দেখেন এই কাণ্ড। আমারা থানাই লিখিত আভিযোগ জানিয়েছি।তবে যারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেবল খুচরো কয়েন এবং দশ টাকার নোট বাদে সব গেছে।

কৃষি বিপ্লবেই বিশ্বসংকটের নিস্পত্তি সম্ভব

জ্যোতির্ময় গোস্বামী

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে শিক্ষার মিলন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা আত্মীয় ও বৈশ্য সমাজের শিক্ষাধারার মিলনের কথা বলেছিলেন। সে পটভূমি আজ আর নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলতে শুরু করেছিলেন সে দিন, তার গুরুত্ব আজ বেড়েছে অনেক বেশি। বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িকতা যেভাবে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, এবং মানবিক সম্পর্কের শক্তি ও সৌন্দর্যকে সর্বতোভাবেই উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছে, তাতে করে বিশ্ব আজ মুখোমুখি হয়েছে মহা-পরিণামের। তা শুধু ধ্বংসেরই হবে, এমনটা আমরা ভাবতে পারছি না। আমাদের কাছে মহা-ধ্বংসের দুঃসময়ের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই হল শুভ-সৃষ্টি সুসময়।

শুভ সৃষ্টির সম্ভাবনাটা কিভাবে কোথায় জাগতে পারে সে কথায় যাবার আগে মহা-ধ্বংসের বিপদটা কোন কোন দিক থেকে ধেয়ে আসছে, তা কততটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। আপাতত দেখতা ক্ষেত্রে পরিবেশের সমস্যাই সব থেকে ভীষণ হয়ে ফুটে উঠেছে। এতটাই ভীষণ যে, বিরাট সংখ্যায় বিজ্ঞানীর মতে এই যাত্রায় সভ্যতার সাময়িক ধ্বংসও অসম্ভব নয়, যদি এখনই আমরা যথার্থতা সতর্ক হতে না পারি।

প্রাচীনেরা যাকে সর্বাংসহা বলেছেন, সেই ধরিত্রী কিন্তু আদৌ সবকিছু সহ্য করে নিতে পারে না। অতীতে যে কটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তার মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পরিবেশ সংকটই। যদিও সে সংকট ছিল স্থানীয়, ধ্বংসও ঘটেছিল স্থানিকভাবেই। আজ পরিবেশ -সংকটের ফলে বিপদ ও সম্পজের স্থানিক কিছু হেরফের হলেও, আসল যে বিপর্যয়টা সামগ্রিকভাবে ঘটতে চলেছে সেটা হবে সভ্যতা-জোড়া, পৃথিবী জোড়া ঘটনা।

পুঁজি এবং বাজারকে আশ্রয় করে ভূগর্ভের তেল জল কয়লার যে অতি ব্যবহার শুরু হয়েছে তা শুধু শিল্পকেই অতি বড় যন্ত্রাশ্রয়ী বা নির্মাণধর্মী করে তোলেনি, কৃষিকেও করেছে। কিছু সৃষ্টি বলেও, কৃষি ও শিল্পের তাবৎ ক্ষেত্রেই সাধারণ শ্রমিকের জায়গা সংকুচিত হয়ে ছিন্ন হয়ে ব্যবসা আশ্রয়ী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষি বৈচিত্র্য অপ্রয়োজনীয় হয়েছে। স্থানিক স্বয়ম্ভরতা তাই আজ পরিত্যাজ্য সেকেলে পন্থা বলে লজ্জায় মুখ লুকোয়। প্রয়োজনে পরিবহণ নির্ভরতা নয়, কৃষির ভাগ্যে ঘটে প্রায় পরিবহণ সর্বস্বতা।

এ সবের সামগ্রিক ফল পরিণামে কৃষি, পরিবেস ও শ্রমনিয়োগ ডুবে যায় গভীর সংকটে। এই সংকট থেকে মুক্তির পথ কর্পোরেট কৃষি এমন যুক্তিকে বৈধ করে তোলবার বিবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টা চোখে পড়ে। খাদ্য পরিবেশ সংকটের ছুতোয় যদি ভারতের কৃষিকে কর্পোরেটের হাতেই তুলে দিতে হয়, তাহলে নতুন করে কর্মচ্যুত হবে প্রায় পঞ্চাশ কোটি কৃষক। এ শুধু রোজগার বেরোজগারের নিরীহ প্রশ্নমাত্র থাকবে না তখন। হয়ে উঠবে সব থেকে প্রতিপ্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ বিশ্বশান্তির পক্ষে।

ঠিক এতটা না হলেও কতকটা এভাবেই শিল্প বিপ্লবের ধাক্কায় ইউরোপের কয়েকটি দেশে শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই বাড়তি শ্রমিকদের জন্য তখন প্রায় খালিই পড়েছিল আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এশিয়া আফ্রিকার মতো আস্ত সব মহাদেশ। আজকের দিনে আমাদের সামনে সে সব সুযোগ আর নেই। কর্কটকোষের মতো পুঁজির প্রবৃদ্ধির জন্য অগত্যা খোলা থাকে শুধু ভূগর্ভের তেল-জল-কয়লা। কিন্তু তা কত দিনের জন্য এবং কত ক্ষতির বিনিময়ে?

সুতরাং বিকল্প পথের সন্ধান ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের সামনে। মাটির ওপরের ছয় ইঞ্চির ওপরেই আজ মূল ভরটা দিতে হবে আমাদের। মাটি-জল, আলো-বাতাস আর তার সঙ্গে অসংখ্য মানুষের হাতকে সবথেকে সঠিক ও সুন্দরভাবে মেলানো যাবে কিভাবে, সেটাই হবে সাধনার প্রধানতম ক্ষেত্র। শুধু নির্মাণের নিয়মে নয়, নির্মাণ ও সৃষ্টির যুগ্মতায়। শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয়, ছোট ছোট বৃত্তের মধ্যে মানব সম্বন্ধকে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে। ইউরোপ-আমেরিকাও আজ এইসব ভাবতে বসেছে। ভারতকেই আজ পথ দেখাতে হবে।

কেবল-ব্যবসায়িক সম্পর্কে ক্রমশ দূরের কারবার হয়ে কেমন দুর্গতি ঘটায় তার সামান্য একটা ছবি আঁকা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মাছ উৎপাদনের ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে। মাছ উৎপাদনে এই রাজ্য প্রথম বলে গর্ব করে । আবার আমদানিতেও প্রথম। একটা বড় উৎপাদন হয় মাছের চারা। সেই চারা চলে যায় অন্ধ্র অথবা তামিলনাড়ু। দেখা যায়, কোনও পুকুরপাড়ের বাজারে ২/৩ কেজির মাছ আসে ওই পুকুর থেকে যাওয়া চারার প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার যাত্রার ফলে। জল থেকে কুড়ি ফুট দূরের পাড়ে বসা বাজারে তা সরাসরি যেতে পারে না। আসে এতোটাই ঘুরে। আমরা দূষণ নিয়ে বিচলিত। কিন্তু ব্যাধির গোড়াটা খেয়াল করি না। এখানে আমরা পায়ের মাপে জুতো বানালাম না, জুতোর মাপের পা বানাতে বসলাম।

এই পদ্ধতির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা নিতান্ত নির্মাণধর্মী বলে পরিবেশের দিক থেকে হানিকর উৎপাদনের সম্ভাবনার তুলনায় কম, বণ্টনের দিক থেকেও শুধু অর্থমাধ্যম নির্ভর বলে নিকটবর্তী যে মানুষের শ্রম দেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু অর্থ দেবার ক্ষমতা নেই, তার পক্ষে বঞ্চনার কারণ। কৃষির সব ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটে, যেখানে বিশেষভাবে এক ধরনের চাষ হয়। কারণ সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ঢুকে পড়ে পরিবহণ ব্যবস্থা। বাজার সম্পর্কের শক্তি বাড়ে, কিন্তু সেখানে মানব সম্বন্ধের প্রয়োজনীয় ভূমিকার সম্ভাবনা অপরীক্ষিত থাকে। যে দেশে অর্থের তুলনায় শ্রমশক্তির সঞ্চয় বিপুল, সে দেশের পক্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা অতীত বিপজ্জনক। এর থেকে বাঁচবার পথ দুই ধরনের সম্পর্কের সহযোগী রাস্তায় ভূপৃষ্ঠের জল জমি বাতাস ও সূর্যালোকের সর্বাত্মক সদব্যবহার। শুধু বাজারি সম্পর্ককে শক্তিমান করতে থাকলে সৃষ্টির তাবৎ সম্ভাবনা আমাদের দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যাবে। কারণ বাজারি দৃষ্টি প্রধানত বন্দি হয়ে থাকে লাভ ও লোভের মোহেই।

মুশকিল এই যে, এই মোহ সৃষ্টির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তৎপরতার অভাব নেই। মনে হয় সেটা যেন একটা ষড়যন্ত্রের স্তরে পৌঁছে গেছে। সেটা আচমকা বুঝেই আমাদের চিৎকারও কখনও সখনও চরমতায় পৌঁছে যায়। আমরা মনে করি, তাতেই সম্মোহিত হয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং যা হওয়া উচিত তা চিৎকারের জোরেই আপনা আপনি হতে থাকবে।

শুভ সৃষ্টির সম্ভাবনাটা কিভাবে কোথায় জাগতে পারে সে কথায় যাবার আগে মহা-ধ্বংসের বিপদটা কোন কোন দিক থেকে ধেয়ে আসছে, তা কততটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। আপাতত দেখতা ক্ষেত্রে পরিবেশের সমস্যাই সব থেকে ভীষণ হয়ে ফুটে উঠেছে। এতটাই ভীষণ যে, বিরাট সংখ্যায় বিজ্ঞানীর মতে এই যাত্রায় সভ্যতার সাময়িক ধ্বংসও অসম্ভব নয়, যদি এখনই আমরা যথার্থতা সতর্ক হতে না পারি।

প্রাচীনেরা যাকে সর্বাংসহা বলেছেন, সেই ধরিত্রী কিন্তু আদৌ সবকিছু সহ্য করে নিতে পারে না। অতীতে যে কটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে তার মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে পরিবেশ সংকটই। যদিও সে সংকট ছিল স্থানীয়, ধ্বংসও ঘটেছিল স্থানিকভাবেই। আজ পরিবেশ -সংকটের ফলে বিপদ ও সম্পজের স্থানিক কিছু হেরফের হলেও, আসল যে বিপর্যয়টা সামগ্রিকভাবে ঘটতে চলেছে সেটা হবে সভ্যতা-জোড়া,পৃথিবী জোড়া ঘটনা।

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম সতর্ক করেছিলেন, সেই ইংরেজ যুগেই। তিনি বলেছিলেন, আগুন জ্বালতে হবে হাঁড়ি চড়াবার জন্যই। এই চিন্তাটাকেই যিনি স্মরণীয় দক্ষতায় অগ্রসর করে নিয়ে গেছেন। তিনি হলেন অম্লান দত্ত। প্রকৃত পরিবর্তন ওপর থেকে নয়, নীচের দিক থেকেই করতে হবে—এই ছিল তাদের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণজাত মত। সরকার নয়, সমাজের চৌহাদ্দির মধ্যে গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে এই ছিল তাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত। জাতীয় সরকারকে বা আন্তর্জাতিক ব্যাপারীদের গালি দিয়ে ভারতের মতো গ্রাম প্রধান দেশে তৃণমূল পর্যায়ে থাকা মানুষদের সার্বিক সুরক্ষা সম্ভব নয়। কর্পোরেট সুরক্ষা, সরকারি সুরক্ষার পাশাপাশি প্রকৃত অর্থের সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নকে তাই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না আজ। ব্যবসায়িক তথা আত্মীয় সম্পর্কের পরস্পর পরিপূরক তার বিষয়টি আজ এতটা বড় হয়ে উঠেছে তাই। উভয়ের যোগে দুই পায়ে চলার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নির্মাণ ও সৃষ্টির শ্রীছন্দের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বারা। গ্রাম ও শহরের পরস্পর সহযোগী সম্পর্কের দ্বারা।

হতে পারে, কাজটি সহজ নয়। কিন্তু এও জানতে হবে, সকলে মিলে মরবার যে পথটাতে সভ্যতা আজ চলেছে, তার ব্যাপার-স্যাপারও কম কঠিন বা কষ্টের নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যেখানে জাহাজ পৌঁছতে পারে না, কিন্তু ডিঙি নৌকা পারে- এমন বিস্তৃত ক্ষেত্র আজ পড়ে রয়েছে অব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত হয়ে। অথচ ডিঙি নৌকাগুলোকে অচল করে ফেলে রাখা হয়েছে। শুধু জল জমি নয়, অসংখ্য হাত এবং অশেষ সৌরশক্তি। ব্যবসায়িক সম্পর্ক দিয়ে যেখানে পৌঁছতে পারা যায়নি আজও, আত্মীয় সম্পর্কের শক্তি দিয়ে সেই শূন্য অংশকে পূর্ণ করার এক অভূতপূর্ব সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে আজ---যা অতীতে কখনোই হয়নি।

কারণ এতখানি অব্যবহৃত বা অপব্যবহৃত কোনও জলাশয়-বিশেষত, জমিতে আজ শুরু করা যেতে পারে এক নতুন সমাজ আন্দোলনের স্বনিযুক্তিসহ সবুজ আন্দোলনের। অবশ্যই পরীক্ষামূলকভাবে। এর দ্বারা শেষপর্যন্ত ভারতের গ্রামের পাঁচ শতাংশ মানুষের স্বনিযুক্তি সম্ভব। সম্ভব বাদবাকি ৯৫ শতাংশের সবুজ সম্পদপ্রাপ্তির একটা অধিকারকে স্বীকার করে। জলকৃষি, স্থলকৃষি ও পশুকৃষি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি সামাজিক উদ্যোগকে অবলম্বন করে। সেই অর্থে এই বাংলায় অন্তত ত্রিশ লক্ষ মানুষের স্বনিযুক্তির ব্যবস্থা হতে পারে, ছ'কোটি গ্রামবাসীর সরাসরি সবুজ সম্পদের এক প্রীতিঘন, অকল্পনীয় মাধুর্যে ভরা অধির প্রাপ্তিরদ্বারা। এর খুটিনাটি আলাদা অবকাশেই আলোচ্য।

আপাতত এই কাজে অম্লান আত্মীয় সমাজের উদ্যোগে কিছু ইতিমধ্যেই করা গেছে। উচ্চশিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত জাতীয় সেবা প্রকল্প এবং গ্রামোন্নয়ন দফতরের মহাত্মা গান্ধি জাতীয় স্বরোজগার যোজনাকে এই রকম সামাজিক উদ্যোগে যুক্ত করার দুটি ঐতিহাসিক আদেশনামাও আমরা পেয়েছি। প্রাথমিকভাবে এই বাংলায়। গণমুক্তি পরিষদও এই গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যেই । ক্রমশ যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলার অসংখ্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের।

বাংলার কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপ্রস্তুতি ও অজ্ঞাত অবশ্য আঁতকে ওঠবার মতো বললেও কম বলা হবে। বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সেবার অধিকারই পায় না বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা বিপুল পরিমাণ অর্থ তোলা না দিয়ে। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যো-সো একটা ফাইল ওয়ার্ক করতেই তারা পটু হয়ে উঠেছেন বলে সৃষ্টিশীল কাজের স্বপ্ন দেখতেও তাদের ক্ষতিবোধ হয়। প্রকৃত কাজে জড়িয়ে পড়বার ভয়ে হাঁটু ঠক ঠক করে। তাদের মাথাতেও যথেষ্ট চরম মাত্রায় মেদ সঞ্চিত হয়ে যাওয়ায় সরল ইংরেজির সরকারি আদেশের মানে বুঝতেও তাদের হিমসিম খেতে হয়। অবমাননার আসল উৎসশক্তি হল ওই দুর্নীতির মাদকতাজাত মস্তিষ্কের মেদবৃদ্ধি।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যত বাধাই দেখা দিক, বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সাগ্রহ সংকল্প তথা ওই দুই সরকারি দফতরের সুচিন্তিত আদেশ থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, সানন্দে সমর্পিত হবার সন্ধিক্ষণ এখন সমাগত। উদ্দাম জটাজাল নিয়ে মহাকাল আজ মেতে উঠেছেন। মহা দুর্যোগের মধ্যেই শূন্যতাকে পূরণ করবার যে দুর্লভ সুযোগ আজ এসেছে তাকে গ্রহণ করতে আমাদের প্রস্তুত আজ হতেই হবে। সুনীতি ও সম্প্রীতির তথা সম্পর্কের সৌন্দর্যও শক্তিরূপের যে একটা মূলধন মূল্য আছে তা আমরা অনেকটা আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু তার বিনিয়োগ যোগ্যতা বাড়াবো কেমন করে, তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োগ করবার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকব, তা কখনোই হতে পারে না। আমাদের কাজ মানুষকে একদিন প্রবলভাবে আকর্ষণ করবেই- কারণ আমরা নিবেদিত আছি নিতান্ত তৃণমূলে, ছোট ছোট কোণে, রবীন্দ্রকথিত দুই রকমের সমাজ শক্তির সহযোগিতায় তিন মিনিটের আনুষ্ঠানিকতায় নয়, সুস্থায়ী ও সমর্থ এক মহা মানব বন্ধন রচনায়। নিবেদিত আছি, অতীতের কোনো রোমান্টিক পুনর্জাগরণের বিধুরতায় নয়। ভবিষ্যতেরই এক বাস্তবসম্মত ইতিহাস রচনায়।

(সৌজন্যেঃ দৈঃস্টে)

লোকটাক হ্রদ, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

তপশ্রী বসু

১৯৯৭ সাল থেকে পৃথিবীতে একমাত্র 'ভাসমান লেক' এর সম্মানে ভূষিত লোকটাক লেক উত্তরপূর্ব ভারতের বৃহত্তম মিস্টি জলের লেক। মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল শহর থেকে ৩৫ কিমি দক্ষিণে মূলত ইম্ফল নদী এবং খুরগা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই উপবৃত্তাকার হ্রদটি প্রায় ৩০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত এই অনন্য ইকোসিস্টেমটি ১৯৯০ সাল থেকে এর অধীনস্থ । মিষ্টি জলের এই ভাসমান হ্রদটিতে ৫৯৮.৩৬ কিউবিক মিটার মতো যে বিপুল জলরাশি ধরে তার উৎস কিন্তু মণিপুর নদী বা ইম্ফল নদী এবং এর অসংখ্য শাখা নদী, যারা লেকের পশ্চিমপ্রান্তের পর্বতাঞ্চল থেকে উৎপন্ন বিপুল জলরাশি বহন করে এনে মুক্ত করে এই ভাসমান হ্রদটিতে।

এই হ্রদটিকে ভাসমান লেক আখ্যা দেওয়ার মূলে রয়েছে অসংখ্য ভাসমান প্রাকৃতিক দ্বীপের উপস্থিতি যাদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় ফুমদি লোকটাক লেকের এই যে বিশেষ ধরনের ইকোসিস্টেম তার ধারক ও বাহক বলা যায় এই প্রাকৃতিক দ্বীপ গুলিকে, যারা নদীবাহিত হিউমাস জাতীয় মাটি পচনশীল জৈব পদার্থ, বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ এর সমন্বয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তৈরী হয়ে ভাসমান অবস্থায় থাকে। যদিও এদের আকার কয়েক বর্গ মিটার থেকে কয়েক বর্গ হেক্টর পর্যন্ত হতে পারে তবে এদের বেধ বা স্থুলতা কয়েক সেন্টিমিটার থেকে দুই মিটারের বেশি সাধারণত হয় না। এদের ভাসমান অবস্থায় থাকার আসল রহস্য হল কম ঘনত্বযুক্ত হিউমাস জাতীয় পদার্থের অতিরিক্ত মাত্রায় উপস্থিতি, যাদের কম প্লবতা ভাসমান থাকার সহায়ক হয়। তবে ভাসমান অবস্থায় এদের বেধ এর মাত্র ২০ শতাংশ জলের ওপরে জেগে থাকে তাতে মূলত জলাভূতি জাতীয় পরিবেশ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীতে একমাত্র ভাসমান অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি অর্জন করেছে যে লোকটাক লেকের দক্ষিণভাগে চল্লিশ বর্গ কিমি আকার যুক্ত সর্ববৃহং ফুমদির ওপর অবস্থিত। শুধু ভাসমান অভয়ারণ্যের তকমাই নয়, একমাত্র এখানেই দেখা মেলে অবলুপ্ত প্রায় বিশেষ প্রজাতির হরিণ, স্থানীয় মণিপুরি ভাষায় যাকে বলা হয় । ২০০০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত করা একটি গবেষণা অনুযায়ী এই ভাসমান লেক ও ভাসমান দ্বীপ গুলিতে বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। শুধু এই অভয়ারণ্যই নয় অমেরুদন্ডী ও মেরুদন্ডী মিলিয়ে প্রায় ৪২৯টি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, ১১৬টি প্রজাতির পাখি, ২৩৩টি বিভিন্ন প্রজাতির জলজ উদ্ভিদের উপস্থিতি এই লেক এর ইকোসিস্টেমকে করে তুলেছে আরও সমৃদ্ধ। রয়েছে কিছু মূল্যবান জলজ উদ্ভিদও যাদের অপরিসীম অর্থনৈতিক এবং খাদ্যমূল্য হওয়ায় স্থানীয় মানুষের জীবনধারণে বিশেষভাবে সহায়ক।

সৌন্দর্য প্রমাণের পাশাপাশি এই হ্রদের ইকোলজির ভারসাম্য রক্ষা করে মূলত এই ভাসমান দ্বীপ গুলি। এই ফুমদিগুলিই একদিকে যেমন উপযুক্ত নিউট্রিয়েন্ট সরবরাহ করে সমৃদ্ধ একটি জীবজগৎকে বাঁচার রসদ জোগায়, তেমন জলের গুণাগুণও নির্ধারণ করে। এককথায় লেকের জলে নিউট্রিয়েন্ট মিশে যায় তার পঞ্চাশ শতাংশের থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি আহরণ করে দ্বীপের উপরের ম্যাক্রোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ গুলি ফলে লেকের জলে নিউট্রিয়েন্টের আধিক্য কমে যাওয়ায় যেমন শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে থাকে তেমন হ্রদের জলের নদীবাহিত দূষণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাও কম থাকে। বর্তমানে প্রায় ২০০০ মতো স্থানীয় মানুষের জীবন ধারণের আধার এই হ্রদের মৎস্যকুল। আর তাই তারা প্রায় ১০০০টি ভাসমান দ্বীপের ওপর মৎস্য চাষের আশায় তৈরী করে নিয়েছে কুঁড়েঘর জাতীয় আশ্রয়স্থল।

ভাসমান দ্বীপ গুলির বেঁচে থাকার মূল রহস্য নিহিত আছে এদের ছন্দোময় গতির মধ্যে। অদ্ভুতভাবে এই ভাসমান দ্বীপ গুলির জীবনচক্র ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। যেমন বর্ষাকালে জলস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে এরা ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু শুষ্কদিনে বিশেষত ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসে যখন জলস্তর নেমে যায় তখন ফুমদিগুলি হ্রদের তলদেশ স্পর্শ করাার সঙ্গে তলদেশ থেকে সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি। বর্ষাকালে পুণরায় এরা ভাসমান অবস্থায় এলে ওই সংগৃহীত পুষ্টি থেকে দ্বীপের উপরের ম্যাক্রোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ গুলি জীবনধারণ করে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সাঙ্গাই হরিণ গুলি ফুমদি বা ভাসমান দ্বীপ গুলির ছন্দোময় গতির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্তন করে, কারণ জলস্তর কমলে এরা হ্রদের তীরবর্তী বনাঞ্চলে সাময়িকভাবে তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করে।

মরিণপুর উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র এই ভাসমান লেক স্থানীয় মানুষের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যায় এর আর্থ সামাজিক অবদান থেকে। একদিকে যেমন এর জল প্রায় চল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়, তেমনই ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, চালিত মণিপুর উপত্যকার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গুলি থেকে। এছাড়া মৎস্য চাষ, অন্য নিয়ন্ত্রণ, পানীয় জলের জোগান, অর্থনৈতিক মূল্যযুক্ত উদ্ভিদের এর গুরুত্ব কতখানি।

তবে ১৯৭৯ সালে লোকটাক মালটিপারপাস প্রজেক্ট এর অধীনে মণিপুর নদীর ওপর তৈরী হওয়ারর সময় কুশীলবরা বোধহয় ভাবতে পারেননি যে এর প্রভাবে এই অনন্য ইকোসিস্টেমের ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে -ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সংবাদকর্মীদের সুরক্ষায় নতুন দুটি আইন শিগগিরই ঃ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। গণমাধ্যমকর্মীদের সুরক্ষায় দুটি নতুন আইন করতে সংসদে বিল তোলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যমকর্মী আইন’ এবং ‘সম্প্রচার আইন’ এর খসড়া মন্ত্রিসভায় তোলার প্রক্রিয়া চলছে।বৈঠকে সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা টেলিভিশন সাংবাদিকদের বিদ্যমান সমস্যাগুলো তথ্যমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যমকর্মী আইন’ পাস হলে সাংবাদিকদের চাকরির নিশ্চয়তাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আইন দুটির খসড়া বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, ২৪ এপ্রিল থেকে সংসদের যে অধিবেশন বসবে, সেখানে এ দুটি বিল পাঠানো সম্ভব হবে না। তবে পরবর্তী অধিবেশনে যাতে তোলা যায়, সেই চেষ্টা সরকার করছে।তিনি বলেন,আমরা আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলেছি যাতে দ্রুত আমাদের কাছে আসার পর সেগুলো মন্ত্রিসভা হয়ে সংসদে উপস্থাপন করতে পারি। তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ দুটি আইন যখন কার্যকর হবে, যখন আইনে রূপান্তরিত হবে, আমি মনে করি আজকে যে সমস্যাগুলোর কথা আপনারা বলছেন তখন সেগুলোর আইনি প্রটেকশন আমরা দিতে পারব, এটি অত্যন্ত জরুরি। চাকরিচ্যুত সাংবাদিকদের জন্য আপৎকালীন ভাতা দেওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন। কেউ মারা গেলে বা অসুস্থ হলে এই ট্রাস্ট ফান্ড থেকে সাহায্য করা যায়, অন্য কোনো কারণে সাহায্য করা যায় না।ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি, ট্রাস্টের নিয়ম পরিবর্তন করার জন্য, যাতে সাংবাদিকরা সাহায্য পেতে পারেন। বিদেশি চ্যানেলের মাধ্যমে ‘হাজার কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেশের বাইরে চলে যাওয়ায়’ বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে অর্থ সংকট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী।এই অর্থ সংকটের কারণে সাংবাদিক ভাই-বোনদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে বার্তা বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, এগুলোর কোনোটাই হত না যদি বিদেশে বিজ্ঞাপন চলে না যেত। আর একটা সমস্যা নিউ মিডিয়া- ইউটিউব, ফেইসবুক, নেটফ্লিক্স, গুগলে আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছে, যেগুলো থেকে আমরা কোনো ট্যাক্স পাচ্ছি না। এ বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি, এগুলো শৃঙ্খলার মধ্যে আনার জন্য আমরা উদ্যোগ নেব। বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধে আইনের কড়াকড়ি আরোপ করা হবে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এ বছরের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামের পাশাপাশি সব সিটি করপোরেশন এলাকায় কেবল টিভির ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বৈঠকের শুরুতে সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের সম্পাদক একাত্তর টিভির শাকিল আহমেদ বলেন,টিভি সাংবাদিকরা চাকরিচ্যুত হচ্ছেন, বেতন হচ্ছে না, সময়মত ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না, তারা সংকটে আছেন। সাংবাদিকদের সম্মান, অবস্থান এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।দেশে ভিন্ন সংস্কৃতি অবাধে প্রবেশ করছে মন্তব্য করে শাকিল বলেন, বিদেশি চ্যানেলগুলো বিজ্ঞাপন ছাড়া সম্প্রচার করার কথা থাকলেও আইন লঙ্ঘন করে সেখানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। কীভাবে বিজ্ঞাপন ছাড়া বিদেশি টিভি চ্যানেলগুলো সম্প্রচার করা যায় সেই প্রযুক্তি আনতে হবে, প্রয়োজনে তারা যেন ক্লিন ফিড সরবরাহ করে।বিদেশি চ্যানেলে যেন বিজ্ঞাপন প্রচার না হয় তা নিশ্চিত করতে একটি মনিটরিং সেল গঠনের দাবি জানান শাকিল। টেলিভিশনের সাংবাদিকরা ওয়েজবোর্ডের আওতায় না থাকার বিষয়টি তুলে ধরে গাজী টিভির সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা বলেন,টিভি সাংবাদিকরা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে পড়েছি। প্রতিদিন চাকরির ঝুঁকি নিয়ে অফিসে যেতে হচ্ছে। সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের রেজওয়ানুল হক রাজা বলেন, টেলিভিশন কেবল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল করা হলেই অপারেটর, সরকার ও টিভি চ্যানেলের আয় বাড়বে। পে-চ্যানেলে রূপান্তরের বিষয়েও টিভি চ্যানেলের মালিকরা কাজ করবেন।বাংলাদেশি চ্যানেল বিদেশে যে শর্তে সম্প্রচার করা হয় সেই একই শর্তে যেন বিদেশি চ্যানেল বাংলাদেশে সম্প্রচারিত হয়- সেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান রাজা। ইউটিউব, ফেইসবুকে বিজ্ঞাপন চলে যাচ্ছে জানিয়ে সভায় সম্প্রচার সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনেকে বার্তাকক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে, আরও বার্তাকক্ষ বন্ধ হবে বলে শোনা যাচ্ছে।হঠাৎ করে বর্তাকক্ষ বন্ধ করে দেওয়া হলে তাতে টেলিভিশন লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ হয় কি না- সে বিষয়টি দেখার জন্য তথ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন তারা। সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ঢাকায় ‘এশিয়ান মিডিয়া সামিট’ করার পরিকল্পনার কথা জানালে তথ্যমন্ত্রী সব ধরনের সহাযোগিতার আশ্বাস দেন।সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই সামিটে নিজেদের সমস্যার পাশাপাশি অর্জনগুলো তুলে ধরা হবে। অন্যান্য দেশ বিভিন্ন সমস্যা যেভাবে সমাধান করেছে তাদের কাছ থেকে সেই গল্প শোনা হবে।

মঙ্গলবার খোয়াই পূর্ব ত্রিপুরা আসনে উৎসবের মেজাজে ভোট দান প্রদান করা হয়। ছবি- গোপাল সিং।

শ্রীলঙ্কায় হামলার পর বাংলাদেশে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : বাংলাদেশ পুলিশ বলেছে, সন্ত্রাসী হামলার সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য না থাকলেও শ্রীলঙ্কায় হামলার ঘটনার পর ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের কাউন্টার টেররিজম বিভাগের কর্মকর্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনগুলোর বড় ধরনের হামলা চালানোর শক্তি এখন নেই। এরপরও শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশে হামলার ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তাঁরা নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন। পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম বিভাগের প্রধান মনিরুল ইসলাম সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, নিউজিল্যান্ড এবং সর্বশেষ শ্রীলঙ্কায় হামলা, এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও আমরা এগুলো দেখেছি। এসব মাথায় রেখে আমরা বাংলাদেশে নিরাপত্তা পরিকল্পনা সাজাচ্ছি। যদিও বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে কোনও ধরনের সহিংস উগ্রবাদী হামলার কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। তথাপিও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের তুলনায় জোরদার করেছি। তিন বছর আগে ঢাকায় হলি আর্টিজানে হামলার পর বাংলাদেশে বড় ধরনের কোনও সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেনি। মনিরুল ইসলাম বলেছেন, হলি আর্টিজানের ঘটনার পর গোয়েন্দা তথ্য পেয়ে কয়েকটি বড় ধরনের হামলার চক্রান্ত প্রস্তুতি পর্বেই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অব্যাহত অভিযানের কারণে জেএমবি, হরকাতুল জিহাদ বা আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলো বড় কোনও হামলা করার শক্তি হারিয়েছে। বলা যায়, এরা বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বিচ্ছিন্নভাবে হয়তো সাংগঠনিক শক্তি অর্জনের মধ্যেই এদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ আছে। মনিরুল আরও বলেন, ড্র’একটা বড় হামলা করার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ, মনোবল, সর্বোপরি যে পরিমাণ রসদ বা সরঞ্জামাদি দরকার, সেগুলো তাদের কাছে নেই বলে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। তবে ছোটখাট ব্যক্তি বিশেষ কোনো কাজ করতে চাইতে পারে, কিন্তু বড় ধরনের হামলার কোনও আশংকা আমরা আপাতত করছি না।

বিশ্লেষকদের অভিমত, ড্র’জঙ্গি সংগঠনগুলো দুর্বল হলেও স্বস্তিতে থাকার সময় এখনও হয়নি। বিশ্বে উগ্রবাদী বা জঙ্গি সংগঠনগুলো সব সময়ই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের মতের সাথে মিল আছে এমন সংগঠনের সাথে একটা যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে জঙ্গিদের সাংগঠনিক ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়লেও তাতে স্বস্তিতে থাকা উচিত নয়। পুলিশ বা র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু আমরা যে পুরোপুরি শংকামুক্ত, এমন নয়। আমরা এখনও জঙ্গিদের ধরার অনেক খবর পাই। এই খবরগুলো কিন্তু প্রমাণ করে, জঙ্গিদের অস্তিত্ব আছে। জঙ্গিরা দুর্বল হয়েছে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব টিকে আছে এটাও সত্য।ড্র’ বিশ্লেষকরা আরও বলেছেন, তথাকথিত ইসলামিক স্টেট বা আইএস এর পতনের পর এর সাথে সরাসরি জড়িত বা তাদের অনুসারীরা বিশ্বে ছড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ থেকে অনেকে সিরিয়ায় গিয়ে আইএসে যোগ দেওয়ার খবর সংবাদ মাধ্যমে এসেছিল। এখন তাদের নিয়েও বাংলাদেশের উদ্বেগের বিষয় রয়েছে বলে তারা মনে করেন। মনিরুল ইসলাম বলেছেন, আইএসের সাথে জড়িত বাংলাদেশের কোনও নাগরিক দেশে ফেরার চেষ্টা করলেই বিমানবন্দরগুলোতে তাদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, এমন বাংলাদেশীর সংখ্যা বেশি নয় এবং তাদের তথ্যও পুলিশের কাছে আছে। তিনি আরও বলেন, ড্র’বাংলাদেশ থেকে খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক ইরাক বা সিরিয়াতে যেতে পেরেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং তাদের অধিকাংশই নিখোঁজ হয়েছে। আর বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকাদের কেউ কেউ ওই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে গেছে বলে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। তাদেরও কেউ কেউ নিহত হয়েছে। কেউ কেউ আটক হয়েছে। তাদেরও কিছু কিছু তথ্য আমাদের কাছে আছে।

ফের নারী পাচারকারীর গল্প নিয়ে হাজির পরিচালক রাজা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : আরও একবার নারী পাচারকারীর গল্প বুনছেন পরিচালক রাজা চন্দ উ ”কিডন্যাপ”-র পর এবার নারী পাচারকারীর আরও এক গল্প ”হারানো প্রাপ্তি” শুটিং শুরু করলেন পরিচালক ।নারী পাচারকারী গল্পকে কমার্সিয়াল মোড়কে নিয়ে আসছেন পরিচালক রাজা চন্দ। বারবারই নারী পাচারকারীর গল্প নিয়ে ছবি কেন করেছেন সেই বিষয়ে এবার মুখ খুললেন পরিচালক উ তাঁর কথায়, ‘ছবির গল্প এক ট্রায়াঙ্গুলার লাভ স্টোরি। যার মধ্যে থ্রিলারটা বেশি রয়েছে। আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই কোন না কোনও মহিলার সঙ্গে অন্যায় অবিচার হয়ে চলেছে। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয়েছিল এই ছবিটাকে করায যেতে পারে। পদ্মনাভ দাশগুপ্ত অসাধারণ সুন্দর একটি স্ক্রিপ্ট লিখেছেন। আমরা যখন তনুশ্রীকে এই চরিত্রের জন্য নিলাম তখন কিন্তু ও এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অনেক পড়াশোনা করেছিল। অনেকের সঙ্গে কথাও বলেছে। ছোটো করে গল্পটা বলতে গেলে সোহম, তার বাড়িতে ঘুরতে আসে কলকাতায়। সেখানে এসে তার সঙ্গে পায়েলের সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু, ফিরে যাওয়ার পথে সে একটি মহিলাকে দেখতে পায়। যার ওপর নানা রকম অত্যাচার ঘটেছে। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার সঙ্গে সে ভালোবাসা সম্পর্কে যুক্ত হয়ে পড়ে। সেই জায়গা থেকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার লাভ স্টোরি তৈরি হয়েছে ছবিতে”।

ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন,সোহম, তনুশ্রী ও পায়েল সরকার। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন তনুশ্রী। রাজার ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার কৈলাসহর পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। ছবি- আজির মিঞা।

শ্রীলঙ্কায় ধারাবাহিক হামলা : দায় স্বীকার করল ইসলামিক স্টেট

কলম্বো, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : শ্রীলঙ্কায় রবিবারের সিরিয়াল বিস্ফোরণে মঙ্গলবার দায় স্বীকার করে নিল ইসলামিক স্টেট (আইএস)। এর আগে ন্যাশনাল তৌহিত জামাত (এনটিজে) বড় গির্জাগুলির পাশাপাশি কলম্বোয় ভারতীয় হাইকমিশনেও আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করেছে এমন সন্দেহ করা হলেও, এদিন হামলার দায় স্বীকার করে নেয় আইএস। এর আগে এদিনই শ্রীলঙ্কার উপ-প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানান, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে ক্রাইস্টচার্চের ঘটনার ”প্রতিশোধ” নিতেই রবিবার দেশের তিনটি বিলাসবহুল হোটেল ও পাঁচটি গির্জায় মোট আটটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। আরও একটি বিস্ফোরনের পরিকল্পনা ছিল যা ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য, ইন্টারপোল জামায়াত-উল-মুজাহিদিন নামে পরিচিত দ্বিতীয় চরমপন্থী দলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক সংযোগ সনাক্ত করতে সহায়তা করার জন্য তদন্তে যোগদান করেছে। মঙ্গলবার সংসদের বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুয়ান উইজার্ভেরিন বলেন, স্থানীয় জিহাদি গোষ্ঠী এনটিজে ও জামায়াত-উল-মুজাহিদিনের তদন্তকারী তদন্তকারীরা তদন্ত করছেন। তিনি জানান, ইস্টার রবিবারে বোমা হামলা গত মাসে নিউজিল্যান্ডের দুই মসজিদের উপর সন্ত্রাসী হামলার ”প্রতিশোধ” হতে পারে। ইতিমধ্যেই ইসলামিক স্টেট শ্রীলঙ্কার সন্ত্রাসী বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে। রবিবারের হামলায় এখনও পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১০ জন। এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালন হয় দেশ জুড়ে। এরপর শ্রীলঙ্কা সরকারের তরফে জানানো হয়, এ ধরনে ঘটনার পিছনে আইএস-র মতো আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের মদত রয়েছে। ক্রাইস্টচার্চের বদলা হিসাবেও এই নাশকতা হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা। এর আগে সরকারের মুখপাত্র তথা মন্ত্রী রাজিতা সেনারত্নে দাবি করেছিলেন, শ্রীলঙ্কার ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মূল অভিযুক্ত স্থানীয় জঙ্গি সংগঠন এনটিজে-এর ছয়ের পাতায়

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : মনোনয়ন পেশ করলেন বিজেন্দর সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : বক্সিং রিংয়ের পর এবার প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে ভোটযুদ্ধের লড়াইয়ে সামিল হরিয়ানার অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী বক্সার বিজেন্দর সিং। দক্ষিণ দিল্লি লোকসভা কেন্দ্র থেকে মঙ্গলবার নিজের প্রার্থীপদের মনোনয়নপত্র দাখিল করলেন কংগ্রেস প্রার্থী বিজেন্দর সিং। কংগ্রেস নেতৃত্ব সোমবারই প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছে।

কংগ্রেসের টিকিটে দক্ষিণ দিল্লি লোকসভা আসন থেকে প্রার্থী হয়েছেন ডব্লিউবিও এশিয়া প্যাসিফিক সুপার মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়ন বিজেন্দর সিং। ডব্লিউবিও ওরিয়েন্টাল সুপার মিডলওয়েট চ্যাম্পিয়নের খেতাবও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ড্র’জনগণের কাজ করার এই সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। একজন ড্রাইভারের ছেলে হয়ে আমি গরিবের দুরবস্থার কথা বুঝতে পারি। মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের সমস্যার কথা জানতে হবে। কোথাও কোনও ”মোদী ঢেউ” আমি দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ আসল মুখ চিনতে পেরেছেন। যুব সম্প্রদায় কর্মসংস্থান চায়, তারা জানেন ”হেঁয়ালি দিয়ে পেট ভরবে না”।ড্র’ প্রসঙ্গত, এই কেন্দ্রে বিজেন্দরের প্রতিপক্ষ বিজেপির রমেশ বিধুরি এবং আম আদমি পার্টির রাঘব চাড্ডা। রমেশ বিধুরি এই কেন্দ্রের বর্তমান সাংসদ। এর আগেই ভোটে দাঁড়ানোর জন্য হরিয়ানা পুলিশের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিজেন্দর। দিল্লিতে মোট ৭টি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। ভোট হবে আগামী ১২ মে।

শাসক দলের বিরুদ্ধে পোলিং অফিসারকে মারধরের অভিযোগ জঙ্গিপুরে

জঙ্গিপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : তৃতীয় দফায় ভোট শুরু হতেই রাজ্যে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে এসেছে উ তারই মধ্যে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে পোলিং অফিসারকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উ এদিন ঘটনাটি ঘটে জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবগ্রামের ১৯৪ নং বুথে।

এদিন জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবগ্রামের ১৯৪ নং বুথে ফার্স্ট পোলিং অফিসার ছিলেন তাশিকুল । তিনিই এদিন বুথের মধ্যে নিগৃহীত হন দুস্কৃতিদের দ্বারা উ তার অভিযোগ, শাসক দলের কর্মীরা বুথের ভিতরে ঢুকে বুথ জ্যাম করার চেস্টা করেছিল । সেই সময় তিনি দুস্কৃতিদের বাধা দিতে গেলে, তাকে মারধর করা হয়।

এছাড়াও ওই দুস্কৃতিরা এদিন বুথ দখলের চেস্টা করে বলেও অভিযোগ করেন ওই পোলিং অফিসার । এই এই ঘটনার প্রথম প্রতিবাদ করেন মাইক্রো অবজারভার উ কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত না করায়, এই ঘটনার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন ওই পোলিং অফিসার উ সেই সময়ই মারধর করা হয় তাকে ।

এছাড়া এদিন রাজ্য পুলিশের নাম অভিযোগ উঠে, ওই কেন্দ্রে উ স্থানীয়দের অভিযোগ, সুতির থানার হরিপুরে ভোটারদের মারধোর ও দোকান ভাঙচুর করে পুলিশ । এমনকি হরিহরপাড়ার কুমরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টদের ভয় দেখাতে শূন্যে গুলি চালায় তৃণমূল দুস্কৃতিরা এদিন এই গোটাঘটনার কথার অস্বীকার করে তৃণমূল ।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের নেটওর্য়াক দুর্বল হলেও যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পুলিশ সতর্ক ঃ মনিরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। বাংলাদেশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মো. মনিরুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের নেটওর্য়াক দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। তাদের তৎপররতা নেই বললেই চলে। তাদের নেটওর্য়াক দুর্বল হয়ে গেছে। তারপরও যেকোন ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পুলিশ সতর্ক রয়েছে। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত ‘মিট উইথ মনিরুল ইসলাম’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে। মনিরুল ইসলাম বলেন, এদেশে জঙ্গি কার্যক্রম, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ দমনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় রয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমন্বয় আরো মজবুত হবে।তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। কোন দেশ, জাতি ধর্মের সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। উন্নয়নশীল, অনুন্নয়নশীল এবং উন্নত কোন দেশই এ সন্ত্রাসের থাবা থেকে নিরাপদ নয়। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মনিরুল ইসলাম বলেন, সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কায় বর্বর সন্ত্রাসী হামলা একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনা। আমাদের দেশে এরূপে জঙ্গি বা সন্ত্রাসী হামলা চালানোর মতো সক্ষমতা জঙ্গিদের নেই। আমরা এ বিষয়ে তৎপর রয়েছি। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে মূলত ২০১৪ সালের শেষদিকে কতিপয় লোক ‘আইএস’ এ যোগদান করেছে বলে কথিত আছে। আমাদের ধারণা মতে তাদের কেউ ধরা পড়েছে, কেউ নিহত হয়েছে অথবা কেউ চিহ্নিত হয়েছেন। তারা যদি এখন দেশে ফিরতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই এয়ারক্রাফট দিয়ে দেশে ফিরতে হবে। এর জন্য তাদের পাসপোর্ট লাগবে। যেহেতু তারা ২০১৪ সালের শেষের দিকে গিয়েছে তাদের পাসপোর্টের মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। দেশে ফিরতে হলে তাদেরকে নতুন করে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হবে। মনিরুল ইসলাম বলেন, সিরিয়াসহ পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত পাসপোর্ট আবেদনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই-বাছাই করে পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে। তাই আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাদের দেশে আসা সম্ভব নয়। এরপরও কেউ যদি ফিরে আসতে চায় তাহলে এয়ারপোর্টেই গ্রেফতার করা হবে। তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশের কারাগারে জঙ্গীরা রেডিক্যালাইজড হচ্ছে। বাংলাদেশে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে যাদের নামে মামলা হয়, তাদের পৃথক কারাগারে রাখা হয়। শুধু কারাগার থেকে প্রিজন ভ্যানে করে যখন তাদের আদালতে নেয়া হয়, তখনই অন্যান্য আসামীদের সাথে দেখা হয়। এর বাইরে অন্য আসামীদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ নেই। সন্ত্রাস বিরোধী আইনে গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিচারের জন্য ২টি সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়েছে। তাদের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক জঙ্গিবাদের আমদানিকারকরা চিহ্নিত হয়েছে কিনা? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রথম দিকে যারা আফগানিস্তান গিয়েছিল তারাই দেশে ফিরে ধর্মীয় ও সহিংসতাভিত্তিক জঙ্গিবাদের সূচনা করেছে। প্রথমদিকের এসব আমদানিকারকদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারো কারো ফাঁসি হয়েছে। কয়েকজন হয়তো পলাতক রয়েছে তবে সবাই চিহ্নিত। বাংলাদেশে আইএস’র খলিফা নিয়োগের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা আইএস এর নিজস্ব দাবি। বাংলাদেশ তাদের কোন খলিফা নাই। অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। তারা দীর্ঘদিন এ দেশে থাকলে সোশ্যাল ডিজঅর্ডারসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে যেতে পারে। তাদের দেশে পাঠাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রোহিঙ্গারা তাদের বাড়িঘর ও পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছে, তারা ভবিষ্যতে উগ্রবাদের জড়িয়ে পড়তে পারে। তবে দেশের সকল গোয়েন্দা সংস্থা তাদের তীক্ষভ নজরদারিতে রেখেছে। তাদের জঙ্গিবাদে জড়ানোর কোন সুযোগ নেই।তিনি বলেন, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি সবসময় ছিল। ২০১৬ সালে হলি আর্টিসানে হামলার পর এই জিরো টলারেন্স নীতি প্রধানমন্ত্রী পুনঃব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ক্র্যাব সভাপতি আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক দীপু সারওয়ার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনসবিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মাসুদুর রহমানসহ ক্র্যাব নেতৃবৃন্দ ও সিটিটিসির ঊর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

টম্যাটো- কর্নরাইস

উপকরণ ঃ টম্যাটো পিউরি—১ তাপ, সরু চালের ভাত— ৪ চাপ, টম্যাটোকুচি--- ১ তাপ, সরুচালের ভাত- ৪ চাপ, টম্যাটাকুচি--- ১ টা, বেবিকর্ন (স্লাইজ করে কাটা) ১০- ১৫ টা, ভুট্টার দানা (ভাপানো)— ৪-৫ চামচ, ভাপানো কড়াইশুঁটি— ১ চাপ, কিশমিশ (জলে ভেজানো) ২৫ গ্রাম, ভাজা কাজুবাদাম— ২৫ গ্রাম, গোটা গরমমশলা--- ১ চামচ, তেজপাতাাড ২ টো, নুন ও চিনি স্বাদমতো, ঘি প্রয়োজনমতো।

পদ্ধতি ঃ ঘি ডেকচিকে ঘি গরম করে তাতে তেজপাতচা ও গোটা গরমমশলা দিন। একটু নাড়াচাড়া করার পর সুগন্ধ বের হলে ভাপানো ভুট্টার দানা, ভাপানো কড়াইশুঁটি স্লাইজ করে কাটা বেবিকর্ন ও টম্যাটোকুচি দিন। কয়েক মিনিট পর বেশ ভাজা ভাজা মতো হলে রেমধ্যে একে একে ট্যামোটো পিউরি, কিশমিশ, ভাজা কাজুবাদাম, স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। যখন মশলা থেকে তেল ছাড়বে তখন এতে ভাত দিয়ে, খুব বালো করে মিশিয়ে নামিয়ে নিন। তারপর প্লেটে ঢেলে গরম গরম পরিবেশন করুন।

তড়কা ডাল

নানরুটি কিংবা পরোটা দিয়ে খাওয়ার জন্য দারুণ একটি পদ।

উপকরণ ঃ- বুটের/ছোলার ডাল আধা কাপ। মুগডাল আধা কাপ। মসুরডাল ১/৪ কাপ। মাষকলাইয়ের ডাল ১/৪ কাপ। আদাবাটা ১ টেবিল চামচ। রসুনবাটা ১ চা-চামচ। কাঁচামরিচ ৩,৪টি। টমেটো বড় ১টি। হলুদগুঁড়া ১ চা চামচ।

ফোঁড়নের জন্য ঃ থেঁতো করা রসুন আস্ত ১ টি। অস্ত জিরা ১ চা চামচ অথবা পাঁচফোঁড়ন ১ চা চামচ। আস্ত মুগডাল ১ চা চামচ। তেজপাতা ২, ৩ টি। শুকনা মরিচ ৪,৫টি। পেঁয়াজ কুচি ২টি তেল অথবা ঘি পরিমাণ মতো।

এছাড়াও লাগবে ঃ গরমমসলা গুঁড়া ১ চা চামচ। ফালি করা কাঁচামরিচ ৫,৬টি। লেবুর রস ১ টেবিল- চামচ। লবণ স্বাদ মতো। ধনেপাতা-কুচি ইচ্ছা। পদ্ধতি ঃ সব ডাল একসঙ্গে ধুয়ে ৩০ থেকে ৪০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। প্রেশার কুকারে ১ চা চা তেল ও ১ চামচ ঘি গরম করে আদা ও রসুনের পেস্ট দিয়ে নেড়েচেড়ে টমেটো কুচি দিন। কিছুক্ষণ টমেটো কষিয়ে সবরকমের ডাল আর দুতিন কাপ গরম জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ৩ থেকে ৪ টি সিটি বাজলে নামিয়ে নিন। ঢাকনা খুলে গরম মসলা ছাড়া বাকি সব গুঁড়ামসলা, লবণ দিয়ে মৃদ্যু আঁচে ১০ থেকে ১৫ মিনিট রান্না করুন। মাজে মাঝে নেড়ে দেবেন যেন তলায় লেগে না যায়। যদি মনে করেন ডাল বেশি ঘন হয়ে গিয়েছে তাহলে আনজা মতো গরম জল মিশিয়ে দিবেন। জল সিদ্ধ হলে লেবুর রস মিশিয়ে ঢাকনা লাগিয়ে নামিয়ে রাখুন। অন্য একটি প্যানে তেল অথবা ঘি গরম করে আস্ত মুগডাল, জিরা অথবা পাঁচফোঁড়ন, শুকনামরিচ ও তেজপাতা ফোঁড়ন দিয়ে, পেঁয়াজ, রসুন লাল করে ভেজে প্রেশার কুকারের ঢাকনা খুলে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। ধনেপাতা, ফালি করা কাঁচামরিচও গরমমসলা গুঁড়া মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে রাখুন। পরিবেশনের আগে পরিবেশন পাত্রে ঢেলে উপরে এক চামচ ঘি ও ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

দাঁতের মধ্যে কালো দাগ দূর করুন

দাঁতের ফাকে বা ওপরে কালো দাগ সুন্দর চেহারার বারোটা বাজিয়ে দেয় অনেক সময়। অনেকে এই কালো দাগের জন্য প্রাণভরে হাসতেও ভয় পান। দাঁতের ফাঁকে কালো দাগ নানা কারণে হতে পারে। সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল দাঁতমাজা। খাওয়ার পর বিভিন্ন খাদ্যকণা দাঁতের ফাঁকে বা মাড়িতে আটকে থাকে। দীর্ঘদিন আটকে থাকার কারণে এর ওপর শক্ত আবরণ পড়ে, যা দাঁত পরিণত হয়। এছাড়া ধূমপান, জর্দা, পান ও তামাক ব্যবহারে দাঁত দাগ পড়ে। দাঁত কেবল দেখতে খারাপ নয়, এর ভেতরের জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠা অসংখ্য জীবাণু। অনেক সময় এই জীবাণু রক্তে মিশে গিয়ে নানা বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে, এমনকী গর্ভস্থ শিশুর ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। এছাড়া মুখে দুর্গন্ধ এবং বারবার মাড়িতে প্রদাহের জন্যও এটি দায়ী।

দাঁত সুন্দর ও সাদা রাখতে কিছু বিষয়ে সচেতনতা দরকার।

১) দিনে অন্নত দুবার ভালো করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁত ব্রাশ করুন।

২) ব্রাশ করার আগে ডেন্টাল ফ্লস বা সুতা দিয়ে দাঁতের ফাঁকগুলো পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করুন।

৩) জীবাণু দূর করে এমন মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ কুলকুচি করুন রাতে।

৪) রোজ কোনো শক্ত ফল যেমন পেয়ারা, আমড়া, আপেল ইত্যাদি দাঁত দিয়ে কামড়ে খান। তাজা শাকসব্জী যেমন গাজর, শশা, টমেটো, লেবু ইত্যাদিতেও দাঁত সুরক্ষার জন্য ভালো।

৫) বছরে অন্তত দুবার দাঁতব্যথা দূর করার জন্য ডেন্টাল স্কেলিং করা উচিত।

দাঁতের রোগ থেকে যত সমস্যা দাঁত ও মুখের সুস্বাস্থ্য রক্ষা কী কেবল সৌন্দর্যের জন্য? না, তা নয়। দাঁতের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেহের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্বাস্থ্য। মুখের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে দেহের গুরুত্বপূর্ণ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে।

আলঝেইমার ঃ গবেষকেরা মুখের রোগের সঙ্গে আলঝেইমার বা স্মৃতিভ্রমের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। মুখের নানা ধরনের জীবাণুর অস্তিত্ব আলঝেইমার রোগীর রক্তেও পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন মাড়ির প্রদাহ থাকলে জ্ঞান ও চেতনা কমে যেতে পারে।

শ্বাসকষ্ট ঃ মাড়ি আক্রমণকারী জীবাণুগুলো ফুসফুসের মধ্যেও পাওয়া গেছে, যা ফুসফুসে ধীরে ধীরে প্রদাহের সৃষ্টি করে এবং শ্বাসে সমস্যা করে।

হৃদরোগ ঃ মাড়িতে দাঁতব্যথা জমে। এ থেকে সৃষ্ট মাড়ির রোগ থেকে যে প্রদাহ ও সংক্রমণ হয়, তা রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে পৌঁছে যেতে পারে।

হজমের সমস্যা ঃ দাঁতের সমস্যায় হজমশক্তি ব্যাহত হতে পারে। কেননা, খাদ্য পরিপাকের শুরুটা হয় মুখ থেকেই।

গর্ভাবস্থায় ঃ গর্ভাবস্থায় যাদের মাড়ির রোগ বা মাড়ির প্রদাহ থাকে, তাদের গর্ভের সন্তান কম ওজনের অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই জন্ম নিতে পারে এবং নানা জটিলতা হতে পারে।

নিমের উপকারিতা

গাছ-গাছড়া-ঔষধি সম্বন্ধে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা উদাসীন ও প্রায় নীরব। কিন্তু, শিক্ষার প্রলেব পরে আজন্ম লালিতে সংস্কারের উপর। সংস্কার ও শিক্ষা দুই-ই অর্জিত তবে তারা এন্যের পরিপূরক হলে শি৭ারও যেমন দাম তাকে, মান সংস্কাররেও।

সংস্কার কী বলছে

ছেলেবেলায় যখন ভাইবোনেদের বা আমার হাম বা চিনেক- পক্স হয়েছে, মা নিম ডাল ভেঙে, দুয়ে সারা গায়ে বুলিয়ে দিয়েছে বারে বারে। গুটি পাকা বা শুকনোর চিরবিড়ানি উধাও হয়ে স্নিগ্ধ হত শরীর। স্তানের জসে ফুটত নিমের পাতা। বিছানায় নিম। খাবারে নিম।

ছেলেবেলায়, টুথব্রাশের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করেছি নিম দাঁতন। আমার দিল্লি প্রবাসী কাজিন রাও নিম দাঁতনই করত। পরে, শহর কলকাতায় যখন নিম দাঁতন পুষ্প্যপ্য হল এল, তখন এল নিম টুথপেস্ট আর নিম সাবান। ছেলেবেলা থেকে যৌবন কেটেছে এই দুই কসমোটিক প্রডাক্ট ব্যবহারেই।

আমার মা ওষুধপত্রের চেয়ে প্রাকৃতক নিরাময়ে বিশ্বাসী—তা হই না কেন আমি ডাক্তার কিন্তু তিনি ব্যতিক্রমী নন। ভারতীয় জনসমাজ সংস্কৃতিকভাবে প্রাকৃতি নিরাময়ে ভরসা রাখেন।

উগাড়ি-হাছাড়ি। এমন আচার মহারাষ্ট্রেও। গুড়ি পরবার দিন নিম মাস্ট।

.গ্রামীণ ভারতে নিমগছ পবিত্র, 'প্রাকৃতিক ওষুধ-ভান্ডার', গ্রামীন ফার্মাসি---সকল রোগ-ক্লেশ হর-নিমিরা দেবী।

হোলিস্টিক চিকিৎসা

অ্যালোপ্যাথি? আয়ুর্বেদ? হোমিওপ্যাথি? ইউনানি? চিকিৎসার উদ্দেশ্য একটাই। মানুষের শরীর এবং অবশ্যই মন। সকলের মন ও শরীর তো একই ছকে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করতে পারে না। সুপার মার্কেটের জামা সবার হ্যায়ার কথা--- কিন্তু ফিট' করে ক'জনকে? টেইলর- মেইড ওষুধ সম্ভব? যা শুধু অশুটুকুউ সারাবে— বাকি শরীর-মন ছোঁবে না?

অনেকের মতে, চিকিৎসা হওয়া উটিত তা সে শাস্ত্র যাই হোক না কেন। অন্যের ভালো নেব না কেন?

অ্যালোফ্যাথি চিকিৎসাই বা কত পুরনো? তার আগে, হাজার হাজার বছর ধরে চিকিৎসা চলত কভাবে? বা এখনও গরামে-গঞ্জে প্রান্তিক এলাকায় চটজলদি চিকিৎসা কী? আর ওষুধের যা দাম— শহরেই ক'জন তার ঠিকমতন সুবিধা পান?

তাছাড়া, সংস্কার কথা তো বলেইছি।

শুধু সংস্কার?

.আয়ুর্বেদ সায়েস অফ ফাইটোর্মাকলোজি। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো শাত্র। এই সাত্রে নিমের বহুল ব্যবহার। গুরুতর অসুস্থ (যমন যক্ষ্মা) রোগীর ঘরের হাওয়া শোধন করা হয় নিমের ধোঁয়ায়। নিমের ছালের নির্যাস ইমিউন সিস্টেকমে উজ্জীবিত করে, প্রতিহত করে নানাণ ভয়বহ অসুখ। প্রাচীন আয়ুর্বেদ বিশে,জ্ঞারা এমন অনেক গুণাবলির কথা জানতেন। ইদানীং, তাঁদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছেন বিজ্ঞানীরা, অ্যালোপ্যিাথিক চিকিৎসকরা এবং উরো দুনয়িা। ভারতয় নিম-হলুদ আজ বিশ্ব বাজারে।

. নিম নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে ইন্ডিয়ান ইনস্ট্রিটিউট অব সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোরে। নিম কীটানুনাশক এবম যেহেতু প্রাকৃতিক তাই রাসায়নিস কীটানুশাকের মত হানিকর নয়।

.জাপানিজ এনকেফালাটিস মারাত্মক অসুখ তেলে প্রতিহত ফি বছর মারা পরেন বনে-জঙ্গলে কর্মরত মানুষ। রোগটি মশাবাহিত। ডিডিটির চেয়ে নিম তেলে প্রতিহত হয় বেশি।

.অন্যতম বিজ্ঞানী অলিমুজ্জামান সিদ্দিকি নিমের বিভিন্ন উদাদানগুলি আবিষ্কার করেন। তিনি দের নাম দেন— নিম্বিন, নিম্বিনিন ও নিম্বিডিন।

আরও যে সব যৌগ এতে আছে, তা হল , গেডুর্জিক ও ছত্রাক নাশক নিমবিডিন; অ্যাটিসেপঠিক, অ্যালজেসিক (ব্যাথা উপশম করে)

নিমবিডল---টিউবারকুলোসিস (যক্ষ্মা) সারায়। গেডুনিন--- ম্যালেরিয়া সারায়, রক্ত শোধন করে।

নিমিবিনেট—প্রস্তাব বাড়ায় শুক্রাণু নাশ করে। কোয়ারসেটিন —অ্যাটি প্রোটাজোয়া (যেমন আমাশা)।

সালানিন—পোকামাকণ তাড়ায়। এছাড়াও নিমে আছে মিনারেলস্, এসেন্শিয়াল অয়ে, ভিটামিন সি ও ই, আয়রন, কুমারিন (রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না), ফ্লেভনোগ্লাই কোসাইডস্ ট্যানিন ও আরও অনেক কিছু। এ

এসব সবচেয়ে বেশি মাত্রায় আছে তেল ও বীজে, কিছু আছে ছাল ও পাতাতেও।

নিমের কোন অংশ কীভাবে উপকারী

পাতা— এর উপকারের কি শেষ আছে? হাম বা চিকেন পক্স হলে নিমের পাতাওয়ালা ডাল গায় বোলান। আমার পাবেন। মরবে সুপরাম্পোড্। ব্যাকটেরিয়াও। নিমের পাতা বিছানায়, জামাকাপড়ে রাখুন। পোকামাকণ ও ছত্রাক করবে। ছত্রাক কৎ আমাদের গরম দেশে ছত্রাক সংক্রমণের ফলে হয় অ্যাথলিটস্ ফুট, দাদ, হাজা। ছুলি মুখে গেডুনিন আর নিমবিডল। নিমের দুই অসাধারণ যৌগ ছত্রাকনাশক।

. নিম পাতা পুড়িয়ে ধোঁয়া তৈরী করুন। ঘরের হাওয়া নির্মল হবে, রোগজীবাণু মরবে।

. পেটে কৃমি হয়েছে? বা মাচড়ায় পরজীবীরা বাসা বেঁধেছে? উকুন বা কেবিজ? নিম পাতার জলীয় নির্যাস এদের নষ্ট করবেই। ডিম পড়তে দেবে না। নিম পাতার চা পেটের কৃমি নিমূল করবেই।

এমনকী ম্যালেরিয়া সারাতেও নিমের ভূমিকা লক্ষণীয়। শু সারানো নয়, নিম ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে পারে। কুইড়ড় আর ক্লোরোকুইনের মতো কাজ করে গেডুনিন আর কোয়ারসেটিন নামের দুটি যৌগ। নিমপাতা আর হলুদ বাটা মুখের ডার্ক স্পট সারায়।

.নিমের আছে রক্তশোদন করার ক্ষমতা। লিভারের অসুখে নিমপাতা ব্যবহার করা হয়।

তেমনি শুকনো কাশি বা অ্যালার্জিতেও নিমপাতা কাজ দেয়। সকাল বেলায় খালি পেটে আট-দশটা নিমপাতা খাওয়া উপকারী।

ছাল---নিমের ছালে ইমিউনোমড্যুটরি পলিস্যারাইড কমপাউন্ড আছে—সে সব হয়তো শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরী করতে সাহায্য করতেপাে। অর্থাৎ রোগ-প্রতিাধে ক্ষমতা বাড়তে।

নিমতেল— লাল রঙের তেলটির চড়া গন্ধ। এতে ট্রাইগ্লিসারাইড, ট্রাইটারপিনয়েড যৌগ আছে। অ্যাজাডিরাক্টিন (কীটনানুশাক) এমনই এক যৌগ। এছাড়্য এতে এসেনশিয়াল খ্যাটি অ্যাসিড আছে। চামড়ায় প্রদাহ নিমতেল কাজে লাগে। নিমতের (সেনাসাল) গর্ভনিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত (সরকার অনুমোদিত) হয়।

নিম চা— এক তচুর্থংশ কাপ তাজা নিমপাতার উপর ফাটানো গরম জল ডালুন। পংচ মিনিট ভেজান। ছাকুন।ীরে ধীএর পান করুন। বলা হয় এতে জ্বর কমবে, রক্তে সুগার কমবে। ব্লাডারের মস্যা অসুখ— উপকার নাকি পাওয়া যাবে সবেতেই দ্রনিমের কড়া চা ক্ষত বা চোট আঘাত সারাতেও লাগে।

নিম দাঁতন--- এর উপকারিতা অবীকার করবে ক'জন?? নরম নিম ডালের দাঁতন গ্রামীণ ভারতে এখনওএ চে। শহরে ও মফস্সলেও। নিম মড়ির স্বাস্থ্য ভালো রাখে। অসুখ ও সংক্রণ মুক্ত রাখে।

গর্ভঅবস্থা কিছু সাধারণ সমস্যা

মা হওয়ার সময় একটি মেয়ের শরীর ও মনে ঘটে নানা স্বাভাবিক পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া। প্রায় প্রতিটি মেয়েরই এমন কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, যা সহজে মানিয়ে নেওয়ার জন্য চাই কিছু বাড়তি যত্ন। চলুন জেনে নিই এমন পাঁচটি পরিচিত সমস্যার কথা।সকালে...

সকালবেলা বিছানা ছাড়ার পরই প্রচন্ড বমি ভাব, বমি মাথা ঘোরা— এই উপসর্গের নাম মর্নিং সিকনেস। প্রথম সন্তান ধারণে সময় এটি বেশি হয় এবং দেখা দেয় প্রথম ও দ্বিতীয় মাসেই, তিন মাসের পর সাধারণত সেরে যায়। ২৫ শতাংশ নারীর এই সমস্যা একেবারে নাও মর্নিং সিকনেস থেকে রক্ষার উপায়—

১। সকালে একেবারে বেশি কিছু না খেয়ে অল্প অল্প করে শুকনো খাবার, যেমন টোস্ট বিস্কুট ও আমিষসমৃদ্ধ খাবার খান। ২। তৈলাক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, যে খাবার দেখলে বা খেলে বমির উদ্রেক হয় তাও এড়িয়ে চলুন। ৩। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে পারেন। ৪। অতিরিক্ত বমি হলে বা জলশূন্যতা বা লবণ শূন্যতা দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। গর্ভাবস্থায় পায়ে অল্প জল জমাটা স্বাভাবিক। এজন্য আতঙ্কিত হওয়ার বা চিকিৎসা নেওয়ারও কিছু নেই।

১। বেশিক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকবেন না,পায়ের নিচে মোড়া বা টুল দিন। ২। খাবারে অতিরিক্ত লবণ এড়িয়ে চলুন।৩। বিশ্রাম বা ঘুমের সময় পায়ের নিচে বালিশ দিতে পারেন। ৪। পা অনেক বেশি ফুলে গেলে, যদি দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, মাথা ব্যথা হয় বা রক্তচাপ বেড়ে যায় তবে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

কোমর ব্যথা— ৫) শতাংশ মেয়ে কোমর ব্যথায় আক্রান্ত হয়। ওজন বৃদ্ধি ও অস্থিসন্ধির শিথিলতা এর জন্য দায়ী। তবে উচুঁ হিলের জুতো পরা, প্রস্রাবে সংক্রমণ বা কোষ্ঠকাঠ্যিনও রে কারণ হতে পারে। পা উঁচু করে বিশ্রাম নিলে কিছুটা আরাম পাবেন। সটিক ভঙ্গিতে শোয়া বা বসা, শক্ত বিছানা ব্যবহার করা, কোমরে বালিশ সেঁক বা এবং বেশি ব্যথা হলে পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে পারেন।

ঘন ঘন প্রস্রাব—

৮ থেকে ১২ সপ্তাহে এই বিরক্তিকর সমস্যা দেখা দেয়। জরায়ুর আকার বড় হওয়ার কারণে মূত্রথলিতে চাপ দেয় বলে এমন ঘটে। ১২ সপ্তাহের পর সেরে গেলেও শেষ দিকে শিশুর মাথা নিচে নামতে শুরু করলে মূত্রথলিতে চাপ দিলে আবার দেখা দেয়। প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া বা তলপেটেচ ব্যথা না থাকলে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

পেট শক্ত হয়ে আসা--- মাঝে মধ্যে পেশির সংকোচনের জন্য পেট শক্ত হয়ে আসে। সাধারণত ব্যথা থাকে না এবং একটু পর নিজেই চলে যায়। তবে ব্যথা যদি থাকে ও তীব্রতা বাড়তে থাকে সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কোষ্ঠকাঠিন্য বা প্রস্রাবে সংক্রমণ থাকলে চিকিৎসা করুন।

অনুজ্জ্বল ত্বকের ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট

ঘরোয়া রিংকল ট্রিটমেন্ট

যাদের মুখে ব্রণ নেই, অথচ রিংকল সৃষ্টি হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ট্রিটমেন্ট জাদুর মতো কাজ করবে। প্রথমে গোলাপ জল ও টম্যাটোর জুস)দানা ছাড়া) মিশিয়ে ক্লেনজার তৈরী করে তুলো ভিঝিয়ে থুপেুপে লাগিয়ে ত্বকে জমে থাকা ময়লা নির্মূল করা হয়। এরপর অ্যালোভেরা ক্রিম লাগিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে আপওয়ার্ড সার্কুলেশন মোশনে পাঁচ মিনিট ম্যাসাজ করতে হবে। ভেজা তুলো দিয়ে মুছ মুখে অ্যালোভেরা প্যাক লাগাতে হবে। অথবা আগের দিন রাতে আধকাপ দুধে ভেজানো কিশমিশ ও কাজু বাটা, মধু, কর্নাফ্লাওয়ার ও দু ফোঁটা অ্যামন্ড অয়েল মিশিয়ে পেস্ট তৈরী করে মুখে লাগিয়ে উষ্ণ জলে মুখ ধুয়ে শসার রস টোনার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

ঘরোয়া মেচেতা (ফ্রেকলস) ট্রিটমেন্ট

যাদের মুখে মেচেতার দাপট বৃদ্ধি পাচ্ছেষ তাদের মেচেতা নির্মূল করতে এই ট্রিটমেন্ট সাহায্য করবে। প্রথমে পাতিলেবুর, রস, টম্যাটো পিউরি ও গোপাল জল মেশানো ক্লেনজার দিয়ে ত্বকে ক্লনজিং করা হয়। এরপর অ্যান্টি ব্লেমিজ ক্রিম দিয়ে আপওয়ার্ড সার্কুলেশন মোশানে পাঁচ মিনিট ম্যাসাজ করতে হবে। এই ম্যাসাজের ফলে ত্বকের উজ্জজবলতা ও রক্ত সঞ্চালনও বৃদ্ধি পায়। এরপর ভেজা তুলো। দিয়ে ভালো করে ত্বককে মুছে প্যাক লাগাতে বে। আঙুরের রস, মূলোর রস, দু ফোঁটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বকে লাগিয়ে দশ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলা হয়। শেষে টোনার দিয়ে টোনিং করা হয়।

ফেয়ারি ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট ঃ

গরমে রোদের দাপটে যাদের ত্বক পুড়ে কালো হয়ে যায়, উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে এই ট্রিটেমেন্ট কার্যকরী। প্রথমে দুধ, তার সঙ্গে গোলাপ জল ও গ্লিসারিন মিশিয়ে ক্লেনজার তৈরী ত্বকের ক্লেনজিং করা হয়। ফেয়ারি ক্রিম দিয়ে আপওয়ার্ড সার্কুসেন মোশনে পংচ মিনিট ম্যাসাজ করতে হবে। এরপর দু-তিন ইনিট মুখে গরম জলের স্টিম দিতে হবে। তুলো দিয়ে মুছে ফেলে অ্যালোভেরা জেল, ল্যাভেন্ডার অয়েল ও ম্যামন্ড অয়েল মিশিয়ে আপওয়ার্ড সাকুলেশন মোশনে আবার পাঁচ মিনিট ম্যাসাজ করতে হবে। শেষে অ্যামন্ড অয়েল বেসড প্রোটিন ফেসপ্যাক লাগিয়ে অল্প ড্রাই হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে তুলে ফেলতে হবে। অথবা টকদই, টম্যাটো ও গাজরের রস এসঙ্গে মিশিয়ে প্যাক তৈরী করে মুখে লাগিয়ে রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। শেষে টোনার লাগাতে হবে।

মঙ্গলবার পূর্ব ত্রিপুরা আসনে তেলিয়ামুড়ায় ভোটারদের দীর্ঘ লাইন পরিলক্ষিত হয়। ছবি- গয়া চন্দ্র সুত্রধর।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ অবদান রয়েছেঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,এপ্রিল ২৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা তাঁর সরকারের দায়িত্ব।কারন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ অবদান রয়েছে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবদান অনেক বেশি। এজন্য তাদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি দেখা আমাদের দায়িত্ব।তিনি বলেন, প্রবাসীরা তাদের অবস্থানকারী দেশগুলোর অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। তিনি আজ মঙ্গলবার সকালে ব্রুনাইয়ের রাজধানীর জালান কেবাংসান কূটনৈতিক জোনে চ্যান্সেরি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণকালে একথা বলেন।পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন ও ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মাহমুদ হোসেইন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা বেশি এমন সব দেশে নিজস্ব মিশন নির্মাণের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তবে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি দেশে বাংলাদেশের নিজস্ব মিশন ভবন নির্মিত হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের সংখ্যা বেশি এমন দেশগুলোতে তাদের ছেলে-মেয়েদের যথাযথ শিক্ষার জন্য অন্তত একটি করে বাংলাদেশী স্কুল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে।তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনকালে বাংলাদেশ মিশনের জন্য কিছু ভবন কিনেছিলেন।

কিন্তু তাঁর হত্যাকান্ডের পর এ ব্যাপারে আর কেউ কোন উদ্যোগ নেয়নি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও জাপানসহ বিভিন্ন দেশে নিজস্ব মিশন তৈরির উদ্যোগ নেয়। আমরাও বিভিন্ন দেশে নিজস্ব মিশন ভবন তৈরির জন্য জমি কিনি।

ব্রুনাইয়ে বাংলাদেশের চ্যান্সেরি ভবনের স্থাপত্য নকশার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় আবহাওয়া, পরিবেশ ও অবকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভবনটি নির্মাণে গুরুত্বারোপ করেন।

মিশন ভবনের সুন্দর নকশা তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী এর স্থপতি রোজাইন মেরি যান্তি ও তার টিমকে ধন্যবাদ জানান। রোজাইন মেরি একজন আইন প্রণেতা এবং তিনি কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই চ্যান্সেরি ভবনের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অনেক সেবা পাবেন এবং যা তাদেরকে এ দেশে স্বাচ্ছন্দে চলাফেরায় সহায়তা করবে। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, ১৮ মাসে নির্মীয়মান এই ভবনটি উদ্বোধনে তিনি আবারো ব্রুনাই সফর করবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার একটার পর একটা বাংলাদেশ মিশন নির্মাণ করছে। ইতালীতে বাংলাদেশ চ্যান্সেরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভবনটি উদ্বোধনের জন্য তিনি ইতালী সফর করবেন। ব্রুনাইকে একটি সুন্দর দেশ হিসেবে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রুনাইয়ে এখনো আরো অনেক সুন্দর স্থান রয়েছে, যার খোঁজ এখনো বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা পায়নি। এই স্থানগুলো আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন গন্তব্য হতে পারে।পরে তিনি রয়েল রেজালিয়া মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।

রাস্তা না হওয়া পর্যন্ত ভোট বয়কটে অনড় বালুরঘাট অমৃতখন্ডের বাসিন্দারা

বালুরঘাট, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): আগে রাস্তা হবে তারপর ভোট দেব। এমন হুঁশিয়ারি দিয়ে লোকসভা ভোট বয়কট করল বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তিন গ্রামের মানুষ। তাঁদের সাফ স্বীকারোক্তি যতদিন না রাস্তা হচ্ছে ভোট বয়কট চলবে। পঞ্চায়েত ভোটের পর এবার লোকসভা ভোট বয়কট করে নজির গড়ল অমৃতখণ্ড গ্রাম। আজ তৃতীয় দফায় ভোট হচ্ছে বালুরঘাট সহ রাজ্যের আরও চার কেন্দ্রেউ ভোটের আগের রাতে ভোট কর্মীরা যথা সময়ে বুথে পৌঁছান। যথাসময়ে বুথও খোলে। তবে দেখা মেলেনি ভোটারদের। এমন কী কেউ যাতে ভোট দিতে না পারে তার জন্য বুথে সারাক্ষণ নজর রাখছে ওখানকার বাসিন্দারা।

এই বিষয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন,ভোট কী কারণে দেব? আমাদের রাস্তাঘাট ভালো নেই। এতদিন শুধু আশা দিয়ে গেছে প্রশাসন। ভোটের আগে কাজ করার কথা ছিল। কিছুই হয়নি। আগে রাস্তা হবে তারপর ভোট দেব।

বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের চকমাধব সংসদের অধীনে তিনটি গ্রাম চকমাধব, কুতুবপুর ও চিংর। মোট ৭০০ জন ভোটার রয়েছে তিনটি গ্রাম মিলিয়ে। যদিও তিনটি গ্রামের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১২০০। কাজের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে কামরাপাড়া আসতে হয় তাদের। সেখান থেকে হিলি বা বালুরঘাটে যেতে হয়। গ্রামে যাওয়ার এক মাত্র উপায় মাটির রাস্তা আর মাঝে মাঝে কিছুটা ইটের। খানা খন্দে ভরা রাস্তার মাঝে হাঁটু সমান গর্ত। প্রচন্ড সমস্যা হয় বর্ষাকালে। একটু বৃষ্টিতেই হাঁটুজল জমে যায় রাস্তায়। এই দু”কিলোমিটার দীর্ঘ গ্রামের রাস্তার বহুদিন ধরে বেহাল দশা। পাকা রাস্তার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। তাই ভোট বয়কটকেই ব্রহ্মাস্ত্র করে রাস্তার দাবিতে অনর রইলেন গ্রামবাসীরা।

হাতির হানায় মৃত্যু দিন মজুরের, ভোট গ্রহন নিয়ে চিন্তার ভাঁজ জেলা প্রশাসনের

বাঁকুড়া, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : হাতির উপদ্রবে আতঙ্ক হাতি উপদ্রুত এলাকার গ্রাম গুলিতে।গ্রামে গ্রামে হানা, ফসলের ক্ষতি, ঘরবাড়ি ভেঙে নষ্ট করার পর আজ সকালে এক দিন মজুরের মৃত্যুতে এলাকায় যেমন ক্ষোভ ছড়িয়েছে তেমনি এই সব এলাকায় সুষ্ঠু ভাবে ভোট পর্ব সম্পন্ন করা নিয়ে জেলা প্রশাসনের চিন্তা বেড়েছে।

মঙ্গলবার সকালে বেলিয়াতোড়ের বৃন্দাবন পুর বীট এলাকার পুরুষোত্তম পুরে র লাগোয়া জঙ্গলে শালপাতা তুলতে গিয়েছিলেন আকাল বাউরি (৫২)এক দিনমজুর।হঠাৎ এক দাতাল হাতি তাকে পিছনে দিকে শুড়ে পেঁচিয়ে আছড়ে মারে।তার আর্তনাদে লোকজন ছুটে এসে চিৎকার করলে হাতি জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।এদিকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।মৃত আকাল বাউরির পুত্র কৃষ্ণ বাউরি জানান দিন মজুরি করে তাদের সংসার চলে।কাজ না থাকায় জঙ্গলে শালপাতা তুলতে গিয়েছিলেন।

শালপাতা কুড়িয়ে সেগুলি সেলাই করে বাজারে বিক্রি করে কিছু পয়সা রোজগার করে এলাকার গরীব মানুষেরা।গত কয়েকদিন ধরে হাতির উপদ্রব ও আজ এক জনের মৃত্যুতে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে জেলা প্রশাসনের কপালে বন বিভাগের আধিকারিক ভাস্কর জে ভি দিন মজুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন খুবই দুঃখজনক।সরকারী নিয়মানুযায়ী তার পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।।জেলায় প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশী বুথ রয়েছে হাতি উপদ্রুত এলাকায়।বড়জোড়া, বেলিয়াতোড় রেঞ্জে যে ভাবে হাতির উপদ্রব শুরু হয়েছে তা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বন বিভাগের বৈঠক চলছে।এই সব এলাকায় বিভিন্ন স্কুলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র।প্রতিটি স্কুলে মিড ডে মিলের চাল ডাল মজুত করা থাকে।খাবারের সন্ধানে হাতিরা হানা দেয়।চিন্তা এখানেই।একসঙ্গে এতগুলো ভোট কেন্দ্রের দেখভাল বা নজরদারি চালানোর মতো পরিকাঠামো নেই বন দফতরের।জেলা বন আধিকারিক ভাস্কর জে ভি জানান সুষ্ঠু ভাবে ভোট সম্পন্ন করাই এখন বড় কাজ।দফায় দফায় বৈঠক চলছে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে।তবে ভোট পর্ব যাতে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি জানান।

তৃতীয় দফায় বিকেল ৫টা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৫ আসনে গড়ে ভোট পড়ল ৭৮.৯৪ শতাংশ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে তৃতীয় দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব চলছে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি সংসদীয় আসনে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই পাঁচ আসনে ভোট পড়েছে গড়ে ৭৮.৯৪ শতাংশ হারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতর সূত্রে এই তথ্য দিয়ে জানান ওই সময় পর্যন্ত বালুরঘাট ৮০.৯৮ শতাংশ, মালদহ উত্তর ৭৬.৪৩ শতাংশ, মালদহ দক্ষিণ ৭৭.৪৫ শতাংশ, জঙ্গিপুর ৭৮.৫৪ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে ভোট পড়েছে ৮১.৪১ শতাংশ ।

দিল্লি দখলের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে গত ১১ এপ্রিল থেকেইউ প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গের মোট পাঁচটি আসনে ইতিমধ্যেই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছেউ আর মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় বালুরঘাট, মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ-এই পাঁচটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছেউ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায়, মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ পর্ব উ যেখানে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই পাঁচ আসনে ভোট পড়েছে গড়ে ৭৮.৯৪ শতাংশ হারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতর সূত্রে এই তথ্য দিয়ে জানান ওই সময় পর্যন্ত বালুরঘাট ৮০.৯৮ শতাংশ, মালদহ উত্তর ৭৬.৪৩ শতাংশ, মালদহ দক্ষিণ ৭৭.৪৫ শতাংশ, জঙ্গিপুর ৭৮.৫৪ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে ভোট পড়েছে ৮১.৪১ শতাংশ ।এর আগে বিকেল তিনটে পর্যন্ত বালুরঘাটে ভোট পড়েছে ৭২.০৬ শতাংশ, মালদহ উত্তরে ভোটের হার ৬০.৮৯ শতাংশ, মালদহ দক্ষিণে ৫৫.২১ শতাংশ, জঙ্গিপুরে ৬২.০৫ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে বিকেল তিনটে পর্যন্ত ভোটের হার ৬৩.৯১ শতাংশউ দুপুর দুটো পর্যন্ত এই পাঁচ আসনে ভোট পড়েছিল গড়ে ৫২.৪০ শতাংশ হারে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতর সূত্রে এই তথ্য দিয়ে জানান ওই সময় পর্যন্ত বালুরঘাট ৫৬.১৬ শতাংশ, মালদহ উত্তর ৪৯.৭৭ শতাংশ, মালদহ দক্ষিণ ৫০.৪৪ শতাংশ, জঙ্গিপুর ৫৩.০৪ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে ভোট পড়েছে ৫০.৩২ শতাংশ। আজ প্রায় ৭১ লক্ষ ভোটার ৫টি কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ৬১ জনপ্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারন করছেন উ এই দফায় মোট ৮৫২৫টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে । তৃতীয় দফার ভোটে রাজ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে ৩২৪ কোম্পানী আধাসেনা । বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে সোমবার বালুরঘাট সার্কিট হাউজে জানিয়েছেন যে, আগামী মঙ্গলবারের ভোটের জন্য দক্ষিণ দিনাজপুরে থাকছে ৫৮ কোম্পানি। মালদহে ১০৬, নদিয়ায় ১০, উত্তর দিনাজপুরে ৮, ও মুর্শিদাবাদে থাকছে ১৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শতাংশের হিসেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে দক্ষিণ দিনাজপুরে ৮১ শতাংশ, নদিয়ায় ৯৯ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৯৬ দশমিক ৪ শতাংশ, মালদহের ৯২ শতাংশ বুথে। এদিন বিবেক দুবে জানান, আগের দফাগুলির অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাইরেও সিসি ক্যামেরা ও ওয়েব কাস্টিং এর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

তৃতীয় দফায় বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রাথীরা হলেন- বিজেপির সুকান্ত মজুমদার, কংগ্রেসের সাদিক সরকার এবং তৃণমূলের অর্পিতা ঘোষউ মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন খগেন মুর্মু, কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী, তৃণমূল প্রার্থী হলেন মৌসম নূর উ মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরী এবং তৃণমূল প্রার্থী হলেন মোয়াজ্জেম হোসেনউ তৃতীয় দফায় জঙ্গিপুর লোকসভা আসনেও ভোটগ্রহণ হবে, এই সংসদীয় কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন মাফুজা খাতুন, কংগ্রেস প্রার্থী হলেন অভিজিতমুখোপাধ্যায়, তৃণমূল প্রার্থী হলেন খালিলুর রহমান এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী জুলফিকরউ এছাড়াও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন হনুমান কবীর, কংগ্রেস প্রার্থী হলেন আবু হেনা, তৃণমূল প্রার্থী হলেন আবু তাহের খান এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী বোদরুদ্দোজা খান।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এরপর আগামী ২৯ এপ্রিল চতুর্থ দফায় মূলত নদিয়া-মুর্শিদাবাদ দুই বর্ধমান এবং বীরভূম মিলিয়ে মোট ৮টি আসনে ভোট নেওয়া হবেউ এগুলি হল বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বীরভূম, বোলপুর এবং বর্ধমান-দুর্গাপুর এবং আসানসোল কেন্দ্রেউ পঞ্চম দফায় ভোট ৬ মেউ এই দফায় বনগাঁ, বারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, শ্রীরামপুর, আরামবাগ এবং হুগলি-এই সাতটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবেউ ১২ মে ষষ্ঠ দফায় ৮টি আসনে ভোটগ্রহণউ তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর-এই কেন্দ্রগুলিতেউ সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন ১৯ মেউ এই দফায় নির্বাচন হবে দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, যাদবপুর, কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ এবং ডায়মন্ডহারবার- এই ৯টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণউ লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ২৩ মে।

বাসন্তীতে দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ জখম ২

বাসন্তী, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : রাস্তার এক ভবঘুরে পাগলকে কেন্দ্র করে বচসায় জড়িয়ে পড়ে দুটি পরিবার। বচসা থেকে সংঘর্ষে পরিণত হয়। দুই পরিবারে সংঘর্ষে গুরুতর জখম হন একটি পরিবারে দুজন।গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছুন্নত মোড়ল ও রফিকুল মোড়ল।

সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছোট কলাহাজরা গ্রামের জিয়াদের মোড় এলাকায়। উল্লেখ্য বিগত ১০/১২ দিন আগে রাস্তার এক ভবঘরে কে ছুন্নত মোড়ল তাঁর বাড়ীতে এনে সেবা শুশ্রুষা করে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। দিব্যি চলছিল এমন ভাবে।

মঙ্গলবার সেই ভবঘুরে রাস্তায় বেরিয়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকলে হাসেম মোল্যা,হাতেম মোল্যারা জোর পুর্বক ভবঘুরে কে তাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলে বচসা

থ্যালাসেমিয়া রোগীর ব্লাড বুক ফেরৎ দিতে গড়িমসি , হাসপাতালে ধরনায় পরিবার

সিউড়ি, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট করিয়ে যাওয়ার অজুহাতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থ্যালাসেমিয়া রোগীর ব্লাড বুক নেওয়ার পর সেই বই ফেরত দিতে গড়িমসি করছে। সুপারের নির্দেশে নাকি এই বই রোগীকে ফেরৎ দেওয়া যাবে না। অভিযোগ এমনটাই। ঘটনা বীরভূমের সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। দীর্ঘ কয়েক দিন ধরে উপযুক্ত ডকুমেন্ট দেখিয়েও বই হাতে মেলেনি, অবশেষে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর বাবা-মা ও আক্রান্ত শিশু তিনজনই সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে থ্যালাসিমিয়া ইউনিটের সামনে ধর্নায় বসেছেন। যতক্ষণ না বই ফেরৎ পাচ্ছেন, ততক্ষণ বাড়ি যাবেন না। এই বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ির সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ঙ্র'যথাসময়ে যেন ঠিকঠাক ভাবে আক্রান্ত রোগী রক্ত পেয়ে থাকে তার জন্যই ওই বই হাসপাতালে জমা নেওয়া থাকে। যদি কেউ এই বই নিজের ইচ্ছায় এবং দায়িত্বে নিতে চায় তাহলে নিতে পারে, হারিয়ে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব নেবে না বা পরে রক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন রকম অসুবিধা হলে তার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। এবিষয়ে রোগীর আত্মীয়রা যদি সুপারের সাথে কথা বলেন তাহলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী কোন দিন রক্ত পাবেন না এটাও হবে না। কিন্তু তারপরেও আক্রান্ত ওই শিশুর বাবা-মা বইটি পেতে চাইলেও তাদের বই ফেরৎ দেওয়া হয়নি। সকাল ১১ টা থেকে এখনও পর্যন্ত তারা সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি থ্যালাসেমিয়া ইউনিটের সামনে বসে আছেন।

ময়ূরেশ্বরের মহিষা গ্রামের এই দম্পতির দাবি, এই বইটিতেই রোগীর সমস্ত বিবরণ থাকে। বইটি রোগীর পরিবারের হাতেই থাকা উচিত। যাতে হঠাৎ করে বিপদে পড়লে যেকোন জায়গায় বই দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারা যায়।

এছাড়াও ওই দম্পতির অভিযোগ, ঙ্র'পশ্চিমবঙ্গের যে কোন হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সবসময়ই রক্তের বন্দোবস্ত থাকলেও, একমাত্র সিউড়ি সুপার স্পেশালিটিতে মাসে কেবল একবারই রক্ত দেওয়া হয় হাসপাতালের তরফ থেকে। মাসে দ্বিতীয় রক্তের প্রয়োজন হলে ডোনার খুঁজে বেড়াতে হয় রোগীর আত্মীয়দের।

জীবনতলায় অটো উল্টে মৃত ১, আহত ১

ক্যানিং, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : অটো উল্টে মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। মৃতের নাম দিলীপ দাস(৪৪)। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলা থানার পাগলার মোড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকালে একটি যাত্রী বোঝাই অটো জীবনতলা থেকে ক্যানিংয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে গেলে গুরুতর জখম হন দুইজন। স্থানীয়রা আহতদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় গোপাল দাসের। মৃতের বাড়ী জীবনতলা থানার মল্লিকাঠী এলাকায়।অন্যদিকে সুযোগ বুঝে অটো সহ চালক পালিয়ে যায়।মল্লিকাঠী গ্রামে গোপাল দাসের মৃত্যুর খবর পৌঁছালে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরপ্রদেশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল বাস, নিহত দুই ও আহত ৩৬

গাজিপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। মঙ্গলবার মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশে নন্দগঞ্জ এলাকায় ঘটেছে। বাসটিকে একেবারে দুমড়েমুছড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলার পুলিশ সুপার অরবিন্দ চর্তুবেদি জানিয়েছেন, যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাসটি গাজিপুর থেকে বারাণসী দিকে যাচ্ছিল। একজন বাইক আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নন্দগঞ্জের পাহাড়পুড় বাজারে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। নিহতের নাম রাজকুমার যাদবের(৩০) ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। অপর এক যুবকও মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে অর্থনীতিতে নেতিবাচক চাপ, বললেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ঢাকা, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : বর্তমানে বাংলাদেশে সামগ্রিক অর্থনীতিতে এক ধরনের নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বেশিরভাগ সূচকই নিম্নমুখী। বিশেষ করে বৈদেশিক লেনদেনে যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে তা দেশের সোনার সংসারে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে বর্তমান 'সরকারের প্রথম ১০০ দিন বাংলাদেশের উন্নয়নে স্বাধীন পর্যালোচনা' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এমন আশংকা প্রকাশ করেন তিনি। ভট্টাচার্য বলেন, সরকারে

ছয়ের পাতায়

ভগবানপুরে বিজেপির মিছিল আটকানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভগবানপুর, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিজেপি প্রার্থীর মিছিল আটকানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠল শাসকদল তথা তৃণমূলের বিরুদ্ধে।মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার পশ্চিমবাড় এলাকায়।এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর সৃষ্টি হয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন বেলা ৪টা নাগাদ ভগবানপুর-১ ব্লকের ও উত্তর মণ্ডলের উদ্যোগে কাঁথি লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ সামন্তের সমর্থনে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এগরা-বাজকুল রাজ্য সড়কের ও ভগবানপুর থানার তোটানালা থেকে বাস স্ট্যান্ড থেকে র‍্যালি শুরু হয়।এই র‍্যালি শিউলিপুর থেকে কাঁটাখালি হয়ে গোয়ালাপুকুর বাজারে আসার পথে মহম্মদপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমবাড়ে রাস্তার উপরে গাছের গুঁড়ি ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ।এরপর পশ্চিমবাড়ে বেশকিছুক্ষণ বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচার গাড়ি-সহ কর্মী-সমর্থকদের গাড়ি আটকে পড়ে।বিজেপির কর্মীরা নিজেরা হাত লাগিয়ে রাস্তা থেকে

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার কলমছড়া পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটাধীকার প্রয়োগ এক দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে আসছেন ভোটের কাজে নিয়োজত নিরাপত্তা রক্ষীর কর্মী। ছবি- অমল দেব।

পরল বোমা

আটের পাতার পর

তৃণমূল এজেন্টের গাড়িতে ঘুরতে দেখা যায় মহম্মদ ইয়াসিন নামে এক দুষ্কৃতীকে। মহম্মদ ইয়াসিন বাহারাল, রাতুয়া, কাহালার বুথ দখলের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। মালদার কালিয়াচকের আলিপুরে বোমাবাজির অভিযোগ। বোমার ঘায়ে জখম হন ৩ জন কংগ্রেস কর্মী। তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ কংগ্রেসের। অভিযোগ অস্বীকার করে শাসকদল। চাঁচলেও ব্যাপক বোমাবাজি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে সিপিএম। কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকে ভোটারকে কে বুথে নিয়ে যাবে তা নিয়েই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সংঘর্ষে জখম হন এক মহিলা সহ ৩ জন। আহতদের গোপালগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছে।এদিন মালদহ উত্তরের ১৭৯ নম্বর বুথ তৃণমূলআশ্রিত দুষ্কৃতীরা দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ ওঠে। ৭৪ নম্বর থেকে ৭৯, ৮১ থেকে ৮৯ এবং ৯২ ও ৯৩ নম্বরও বুথও তৃণমূলের দখলে চলে গেছে বলে অভিযোগ সিপিএমের। রতুয়ার বাহারালে বুথে বহিরাগত একজনের ভোট অন্যজন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগে সরানো হয় প্রিসাইডিং অফিসারকে। ইভিএম বিভ্রাতে মালদহ উত্তরে ১১ নম্বর বুথে সময় মত শুরু করা জায়নি ভোটগ্রহণ। কংগ্রেস এবং সিপিএমের কর্মীরা ওই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের। অভিযোগ অস্বীকার করেছে সিপিএম এবং কংগ্রেস। মালদহের কালিয়াচকে কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়ে বোমাবাজি হয়। জখম হন ৩ কংগ্রেস কর্মী। ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মালদহের বামনগোলায় ৩১ নম্বর বুথে আধাসেনার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। প্রতিবাদে সমস্ত ভোটকর্মীদের বুথে আটকে তালা দেন গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। ইটাহার এবং ইংরেজবাজারে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে। ইটাহারে অভিযোগ করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অমল আচার্য। মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।যদিও মঙ্গলবার তৃতীয় দফার ভোটের পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আরিজ আফতাব জানান, কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে ঙ্র'। মোট চারটি অভিযোগ এসেছে। বিভিন্ন ঘটনায় ৯ জন আহত হয়েছে। ৭ জনকে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও, আগাম সতর্কতার জন্যে ২২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।আরিজ আফতাব বলেন, বালিগ্রাম প্রাইমারি স্কুলে ভগবানগোলা ১৮৮ নং বুথে দুটো গোষ্ঠীর অন্তর্দন্দ হয়। দুপুর একটা পাঁচ নাগাদ লাঠি, পাথর ছোঁড়ায় ৪ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে টিয়ারুল শেখ (৫৬) মারা গেছে। এই মৃত্যুর ভিত্তিতে ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এর মধ্যে ৩জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে মৃতের ভাইপো এর নাম রয়েছে বলে তদন্ত করার পাশাপাশি কমিশন মনে করছে পারবারিক কারণেই খুন হয়েছে। ৯৮ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়েছে বলেই শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে বলে দাবি কমিশনের তরফ থেকে।এছাড়া ডোমকলে ২টো বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বুনিয়াদপুরে রিজার্ভ পোলিং অফিসার বাবুলাল মূর্মু তাঁর অস্থায়ী বাসস্থানে যাওয়ার পর হঠাৎ মারা যায়। সেই ক্ষেত্রে মৃতের ময়নাতদন্ত করতে পাঠানো হয়েছে বলে এদিন জানান এডিজি (আইন শৃঙ্খলা) সিদ্ধিনাথ গুপ্তা।এদিন আরিজ আফতাব আরও জানান, রতুয়াতে বহিরাগত ঢুকে পড়ায় সেখানের প্রিসাইডিং অফিসারকে অপসারণ করে সেখানের রিপোর্ট তলব করে কমিশন। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, সুজাপুরে ১০৯ নম্বর বুথে ছাপ্পা ভোট পড়ার অভিযোগ উঠেছিল সেই বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। এছাড়া যেখানে অভিযোগ পেয়েছে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে কমিশন।একই সাথে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, নওদা ও কান্দিতে বিধানসভার উপনির্বাচনের যে তারিখ দেওয়া হয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তারিখ পুনর্বিবেচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে তারিখ বদলাবে ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

পাচের পাতার পর

প্রথম একশ দিন ছিল উদ্যমহীন, উচ্ছ্বাসহীন ও উদ্যোগহীন। বলেন, কোথাও যেন সরকারকে একটি প্রতীত গোষ্ঠী করায়ত্ব করে নীতি নির্ধারণ করছে। সিপিডির এই ফেলো বলেন, ঙ্র'আমরা আশা করেছিলাম সরকারের প্রথম ১০০ দিনে বড় কোনও ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা দেখলাম একটি গতানুগতিকতা। নতুনভাবে কোনও উদ্যোগ নিতে আমরা দেখতে পেলাম না।ঙ্র' তিনি বলেন, বরং এই একদিনে একটি মিশ্র ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে। সুদের হার ছাড় দেওয়া সহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতে বিনিয়োগ বাড়বে না।

জরুরী পরিষেবা

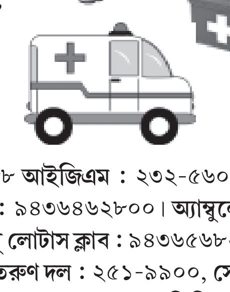

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সন্ত্রাসবাদের অস্ত্র আইইডি, গণতন্ত্রের শক্তি ভোটার পরিচয়পত্র : ভোট দেওয়ার পর বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ২৩ এপ্রিল (হি .স.): সন্ত্রাসবাদের অস্ত্র হল ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি), আর গণতন্ত্রের শক্তি হল ভোটার পরিচয়পত্রঊ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় আহমেদাবাদের রণীপ থেকে ভোট দেওয়ার পর এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় গুজরাটের ২৬টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ এই ২৬টি সংসদীয় আসনের মধ্যে অন্যতম হল গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রঊ এই কেন্দ্রে ভাগ্য নির্ধারণ হচ্ছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-এর। এদিন সকালে আহমেদাবাদের রণীপে ভোট দিতে যাওয়ার আগে গান্ধীনগরে মায়ের বাড়িতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ মায়ের সঙ্গে দেখা করার পর, তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন প্রধানমন্ত্রীঊ মা ও ছেলে একে-অপরকে মিষ্টি খাওয়ানঊ এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রীঊ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য এদিন সকাল থেকেই গান্ধীনগরের বাসভবনের বাইরে প্রচুর সংখ্যক মানুষের ভিড় ছিলঊ এদিন সকাল সকাল আহমেদবাদের রণীপের নিশান উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ভোট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীঊ প্রধানমন্ত্রী ভোট দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহও। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের অস্ত্র হল আইইডি, আর গণতন্ত্রের শক্তি হল ভোটার পরিচয়পত্রঊ আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আইইডি-র থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ভোটার আইডিঊ আর তাই ভোটার আইডি-র শক্তি অনুধাবণ করতে হবে মানুষকেঊ সবাই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভোট দিনঊ' তৃতীয় দফার ভোট প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'তৃতীয় দফার ভোট চলছেঊ আমার রাজ্য গুজরাটে আমিও নিজের দায়িত্ব পালন করতে পেরে ভাগ্যবান মনে করছিঊ কুম্ভে স্নানের পর আপনারা যেমন নিজেকে পবিত্র বলে মনে করেন, তেমনই নির্বাচনের উতবে ভোট দিলেও নিজেকে পবিত্র লাগে।

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও এদিন সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহঊ আহমেদবাদের নারাণপুরার সাব-জোনাল অফিসে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন অমিত শাহ ও তাঁর স্ত্রী সোনাল শাহঊ আবার রাজকোটের অনিল গ্যান মন্দির স্কুলের ভোটকেন্দ্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি এবং তাঁর স্ত্রী অঞ্জলিঊ আহমেদাবাদের রাইসান-এর পোলিং স্টেশনে ভোট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মা হীরাবেন মোদীঊ নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, সকাল ন'টা পর্যন্ত গুজরাটে সার্বিকভাবে ভোট পড়েছে ১.৩৫ শতাংশ।

ইসলামিক স্টেট

তিনের পাতার পর

পিছনে আন্তর্জাতিক শক্তি কাজ করতে পারে। উল্লেখ্য, দিন দশেক আগেই জঙ্গি হানার সতর্কতা করেছিলেন শ্রীলঙ্কার পুলিশ প্রধান।

ক্লাব

সাতের পাতার পর।। খেলোয়াড় হয়ে উঠল। তার দলে খেলাটা সবসময় আনন্দের, যদিও এখন পর্যন্ত ক্লাব পর্যায়ে আমার এখনও সে সৌভাগ্য হয়নি। তার সঙ্গে এক ক্লাবে খেলতে পারলে দারুণ হবে।"

হায়দ্রাবাদে

সাতের পাতার পর।। প্রথম কোয়ালিফায়ার আয়োজন করবে। যেখানে ২ ও ৮ মে বিশাখাপত্তমে যথাক্রমে এলিমিনেটর ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে।

টার্নার

সাতের পাতার পর।। ব্যাটসম্যান হিসেবে টানা ৫ ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেন। মজার ব্যাপার এই ৫ ইনিংসের মধ্যে ৪ ইনিংসেই আবার 'গোল্ডেন ডাক'। মানে প্রথম বলেই আউট। আইপিএলে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচের ক্যারিয়ারে সবকটিতেই প্রথম বলে আউট হয়েছেন তিনি।

গত মাসে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডেতে সিরিজ বাঁচাতে জিততেই হবে এমন ম্যাচে ৪৩ বলে ৮৪ রানের এক টর্নেডো ইনিংস খেলেন ২৬ বছর বয়সী টার্নার। তবে এরপর ভারতের বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশে নিজ দল পার্থ স্কোচার্স ও আইপিএলের টানা তিন ম্যাচে 'শূন্য'। যেখানে ভারতের বিপক্ষে পাঁচ বল খেলে শূন্য রানে আউট হলেও পরের চার ম্যাচেই গোল্ডেন ডাক।

এদিকে আইপিএলের ইতিহাসে টানা তিন ম্যাচে শূন্য রানে আউট হয়ে আরও পাঁচ ব্যাটসম্যানের পাশে বসেছেন টার্নার। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে গতকালের ম্যাচের আগে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ও মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষেও ডাক মেরেছিলেন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে

পাচের পাতার পর

গাছের গুঁড়ি সরিয়ে শিলাখালী হয়ে মিছিল গোয়ালাপুকুর বাজারে শেষ হয়।তারপর গোয়ালাপুকুর বাজারে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ সামন্তের সমর্থনে পথসভা হয়।এ দিন বিজেপি প্রার্থী দেবাশিষ সামন্ত বলেন, ঙ্র'রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিজেপির মিছিল আটকানোর চেষ্টা করেছে তৃণমূল।তবে এ ভাবে বিজেপিকে রোখা যাবে না।ভোটে মানুষ তৃণমূলের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব দেবে।ঙ্র' কিন্তু যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভগবানপুরের বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি।তিনি বলেন, ঙ্র'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল জড়িত নেই।নিজেরা এসব ঘটিয়ে প্রচারের আলোয় আসার জন্য এই কর্মকাণ্ড করছে।তবে বিজেপির কোন লাভ হবে না।ঙ্র' এদিনের সভায় ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি রমাকান্ত প্রধান, ভগবানপুর-১ উত্তর মণ্ডলের সভাপতি দেবব্রত কর, দক্ষিণ মণ্ডলের নেতৃত্ব অমর ভট্টাচার্য, সদ্য তৃণমূল ছেড়ে আসা বিজেপি নেতা স্বপন রায়, কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভানেত্রী মুক্তারুন বিবি, জেলা মিডিয়া সেলের কনভেনর নবীন প্রধান প্রমুখ।

পরিচালক রাজা

তিনের পাতার পর

নতুন ছবির প্রেক্ষাপট দিল্লি। এক শীতের রাতে এক মহিলার উপর হয়ে যাওয়া পাশবিক অত্যাচারঊ ছবিতে সোহমকে দেখা যাবে মৈনাকের চরিত্রে।

নিজের চরিত্র প্রসঙ্গে সোহম বলেন, মৈনাক বিদেশে থাকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির হয়ে কাজের সূত্রে। সে কলকাতায় আসে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু, ঘটনাচক্রে একটি মেয়েকে উদ্ধার করে সে। পরেরদিন হাসপাতালে দেখতে গেলে হাসপাতালের সকলেই বলে যে কোনও মেয়েকেই সে ভর্তি করেনি। পরে জানা যায় গোটাটাই নারী পাচারকারীদের সঙ্গে যুক্ত। মৈনাক মেয়েটির পাশে দাঁড়ায়'।

সৌন্দর্য্য

দুয়ের পাতার পর।। বিপর্যস্ত হতে পারে। একদিকে এই ব্যারেজ নির্মাণের ফলে সারা বছর যেমন উচ্চ জলস্তর বর্তমান থাকছে তেমন ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন নদীপথে জলের আসা যাওয়ার ছন্দ সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে তীরবর্তী অঞ্চল জলমগ্ন হওয়ায় কৃষিকার্য ব্যাহত হচ্ছে প্রভূত পরিমাণে। শুধু নির্মাণই নয়, হৈ লেকের তীরবর্তী অঞ্চলের বনাঞ্চলের উচ্ছেদ পরিবর্তিত চাষ এর জন্য প্রতি বছর প্রায় ৩৩৬.৩২৫ টন মতো পলি অধঃক্ষেপণের ফলে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে হ্রদের সীমারেখা। ১৯৯০ সাল থেকে আনুমানিক ৮০ বর্গ কিমি মতো সংকুচিত হয়েছে এর সীমারেখা। ক্রমহ্রাসমান জলধারণের ক্ষমতা এবং ক্রমহ্রাসমান জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মূলে রয়েছে এই অতিরিক্ত পলি অধঃক্ষেপণ। পরিবর্তিত পরিবেশে ভাসমান দ্বীপ বা ফুমদি ইকোলজির ভারসাম্যও রক্ষা হচ্ছে না। অতিরিক্ত পরিমাণে নিউট্রিয়েন্ট, কৃষিকার্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক পদার্থ, গৃহজাত বর্জ্যপদার্থ, প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ নদী বাহিত হয়ে এবং তীরবর্তী অঞ্চল থেকে লেকের জলে সঞ্চিত হওয়ায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে ফুমদির সংখ্যা, শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ এবং কচুরিপানাজাতীয় উদ্ভিদের পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে ভাসমান দ্বীপ গুলির জন্য সমগ্র পৃথিবীতে এই হ্রদটি অদ্বিতীয় আজ তাদেরই আধিক্য লেকের ইকোসিস্টেমকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অতিরিক্ত সংখ্যার ফুমদি বা ভাসমান দ্বীপ গুলির উপস্থিতিতে স্বাভাবিক ভাবেই সূর্যরশ্মি জলের তলদেশ স্পর্শ করতে অক্ষম হচ্ছে। ফলে বিপন্ন হতে চলেছে জলজ প্রাণী, জলজ উদ্ভিদ এবং মৎস্যকুল। মরিপুর রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার এবং স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার আমেদাবাদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণা অনুযায়ী ফুমদি অধিকৃত পরিধি ১৯৯০ সালের ১০, ৪৯৯ হেক্টরর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সালে হয়েছে ১৩.৫০৬ হেক্টর। স্বাভাবিক ভাবেই জলধারণের ক্ষমতাও ১৫.৪৪১ হেক্টর থেকে নেমে হয়েছে ৭৮৭ হেক্টর।

এক একটি ভাসমান দ্বীপ তার জীবদ্দশা সম্পন্ন করে প্রায় ২০ বছরে। পরবর্তীকালে হ্রদের তলদেশে এরা নিমজ্জিত হলে এদের পচনের ফলে প্রভূত পরিমাণে মিথেন ও হাইড্রোজেন সালফাইড জাতীয় গ্যাস মুক্ত হয়ে জলের দূষণের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করছে। ক্রমহ্রাসমান জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ এবং জলের মান ৪ থেকে ৮-৫-ও কিন্তু জলের দূষণের ইঙ্গিত করছে। পাশাপাশি সারা বছর উচ্চ জলস্তর বর্তমান থাকায় ফুমদির স্তর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় অবলুপ্তপ্রায় সাঙ্গাই হরিণ সহ প্রায় ৩৫টি প্রজাতির প্রাণী তাদের উপযুক্ত খাদ্যাভাবে চিরতরে অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। দূষণ জর্জরিত এই লোকটাক লেক হারাতে চলেছে তার অনুপম সৌন্দর্য এবং রমশ এটি পরিণত হতে চলেছে একটি মৃতপ্রায় জলাভূমিতে। (সাঃ বঃ)

বিপুল ভোটে জয়ী হবেন, ভোটদান করে প্রত্যয়ী গুয়াহাটির বিজেপি প্রার্থী কুইন ওঝা

গুয়াহাটি, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবেন। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবি করেছেন ৭ নম্বর গুয়াহাটি সংসদীয় আসনে বিজেপি প্রার্থী কুইন ওঝা। অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের সঙ্গে সংগতি রেখে মঙ্গলবার সকাল সাতটায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয় উলুবাড়ির ১৫৫ নম্বর লাচিতনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়েও। ওই ভোটকেন্দ্রে ভোটদান করে বাইরে এসে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বিজেপি প্রার্থী কুইন ওঝা। এদিকে লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় পর্যায়ের ভোটগ্রহণ চলছে রাজ্যের চার আসনে। চার নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটাররা নিজের নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্রে জমায়েত হয়েছেন।উলুবাড়ি এলাকায় লাচিতনগরে অবস্থিত নিজের বাড়ি লাগোয়া ভোটকেন্দ্রে প্রথম ভোট দান করেন গুয়াহাটির প্রার্থী কুইন ওঝা।

সিইও

● প্রথম পাতার পর

অবজারভারদের নিয়ে স্ক্রুটিনি করা হবে। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ রাতের মধ্যেই ১২টি স্ট্রং রুমে ইভিএমগুলি সুরক্ষিতভাবে রাখা হবে।

ত্রিপুরা পূর্ব আসনে প্রায় সমস্ত বুথেই ওয়েব কাস্টিং এবং ওয়েব ক্যাম লাগানো হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুর্ব সংসদীয় ক্ষেত্রে ১,০১৪টি বুথে ওয়েব কাস্টিং এবং ওয়েব ক্যাম লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে খারাপ নেটওয়ার্কের জন্য মাত্র ৭৫০টি বুথে ওয়েব কাস্টিং সম্ভব হয়েছে। বাকি বুথে ওয়েব ক্যাম লাগানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, পশ্চিম আসনের তুলনায় পূর্ব আসনে ভোটে ওয়েব কাস্টিং এবং ওয়েব ক্যাম বেশি লাগানো হয়েছে।স্ক্রুটিনি করা হবে। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ রাতের মধ্যেই ১২টি স্ট্রং রুমে ইভিএমগুলি সুরক্ষিতভাবে রাখা হবে।

ত্রিপুরা পূর্ব আসনে প্রায় সমস্ত বুথেই ওয়েব কাস্টিং এবং ওয়েব ক্যাম লাগানো হয়েছে বলে দাবি করেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুর্ব সংসদীয় ক্ষেত্রে ১,০১৪টি বুথে ওয়েব কাস্টিং এবং ওয়েব ক্যাম লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে খারাপ নেটওয়ার্কের জন্য মাত্র ৭৫০টি বুথে ওয়েব কাস্টিং সম্ভব হয়েছে। বাকি বুথে ওয়েব ক্যাম লাগানো হয়েছিল। তাঁর দাবি, পশ্চিম আসনের তুলনায় পূর্ব আসনে ভোটে ওয়েব কাস্টিং এবং ওয়েব ক্যাম বেশি লাগানো হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন ১৯ বছরের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানো। সেই সঙ্গে তাঁর ৫ বছরের সন্তান সহ পরিবারের ১৪ জনকেই হত্যা করে দাঙ্গাকারীরা। এই ঘটনায় নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ৫ পুলিশ কর্মী এমনকি প্রমাণ লোপাটেরও চেষ্টা করে তারা। সেই অভিযোগে সেই ৫ পুলিশ কর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল বম্বে হাই কোর্ট। ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পরিচালিত ৫ সদস্যের বেঞ্চে বিলকিস বানোর ক্ষতিপূরণ মামলার শুনানির দিন স্থির হয়। এর আগে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা দিতে চাইলেও নির্যাতিতা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত মামলায় গুজরাট সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে বিলকিস বানোকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সহ সরকারি চাকরি ও নিয়মমাফিক সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

পুলিশের মারধোরের অভিযোগ বিশেষ পর্যবেক্ষককে জানানো হয়েছে।

নবেন্দুর কথায়, ভোটে গন্ডগোল হয়েছে বলে বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছেন। কিন্তু, ভিডিও ফুটেজে এক জন বিজেপি কর্মীকেও ভোট প্রক্রিয়ায় গন্ডগোলের সাথে জড়িত বলে পাওয়া যায়নি। অতীতে যারা সিপিএম কিংবা কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন তাঁরাই এখন বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে নানা গন্ডগোল করছেন। তিনি জানান, ২০১৭ সালে বিজেপি কর্মীকে মারধোরের ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্প্রতি বামফ্রন্ট প্রার্থী শঙ্কর প্রসাদ দত্তের উপর হামলা করেছেন। ফলে, অতীতের সিপিএম কর্মীরা এখন বিজেপি সেজে চারিদিকে হামলা হুজ্জুতি চালাচ্ছে।

নবেন্দু জানিয়েছেন, নির্বাচনে ত্রিপুরায় উগ্রবাদীরা কংগ্রেসের সমর্থনে প্রচার করছে। এটিটিএফ সুপ্রিমো রঞ্জিৎ দেববর্মা এবং এনএলএফটির উৎপল দেববর্মার সম্পর্কে বিশেষ পর্যবেক্ষককে সবিস্তারে জানানো হয়েছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনে এবিষয়েও অভিযোগ জানিয়ে কোন প্রতিকার মিলেনি তাও বলেছি। তিনি বলেন, বিশেষ পর্যবেক্ষক বিনোদ জুৎসী সমস্ত বিষয় গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন এবং দিল্লি ফিরে গিয়ে নির্বাচন কমিশনে এবিষয়ে রিপোর্ট দেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে নবেন্দু জানিয়েছেন, পুলিশ কর্মীরা ভুলে যাচ্ছেন তাঁরা সরকারী কর্মচারী। নয়তো বা সিপিএমের জন্য আজ তারা নিয়ম বহির্ভুতভাবে আচরণ করতেন না। তার হুশিয়ারী, সরকারী চাকুরীতে থাকতে হলে দলদাস হয়ে থাকা চলবে না। এখন তা বরদাস্ত করা হবে না। তাতে মনে হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ওইসব পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছে।

বই দিবস

আটের পাতার পর

মূলত বই পড়া, বই ছাপানো, বইয়ের কপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্যই এই স্বীকৃতি দেওয়া হয় ইউনেসকোর তরফ থেকে। এছাড়াও ২৩ এপ্রিল দিনটি 'কপিরাইট দিবস' হিসেবেও পালন করা হয়ে থাকে।

বিক্ষিপ্ত

● প্রথম পাতার পর

বাজারের মধ্য দিয়ে পুলিশের গাড়ি ঘোরাফেরা করছে। ব্যবসায়ীদের দোকান বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছে তাঁরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকা সত্বেও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে পুলিশ।

বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ খণ্ডন করে গোমতি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক বলেন, একটি বুথে একজন পোলিং এজেন্ট থাকার নিয়ম। কিন্তু, বিজেপির দুই পোলিং এজেন্ট ছিলেন। একজন বুথের ভেতরে অপরজন বুথের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী বুথের কাছাকাছি রাজনৈতিক দলের কোনও কর্মী কিংবা সদস্য থাকতে পারেন না। তাই বুথের বাইরে দাঁড়ানো পোলিং এজেন্টকে সরে যেতে বললে তাঁরা ঝামেলা করলে পুলিশ তাঁদের আটক করেছে।

খোয়াইয় আজ ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগে সিপিএম কর্মী সুবীর মিঞ্রাকে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানরা পিটিয়েছে। তাঁকে আহত অবস্থায় খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সুবীর মিঞ্রা।

এদিকে, সাব্রুমের হরিণা এলাকায় জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় জনমনে ক্ষোভের সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

আক্রান্ত বাড়ির লোকদের বক্তব্য, মঙ্গলবার সকালে বাড়ির সবাই যখন ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় বেশ কিছু আধাসামরিক জওয়ান বাড়িতে প্রবেশ করে লোকজনদের মারধর করতে থাকে। শুধু তাই নয়, জওয়ানরা তাঁদের বাড়ির জিনিসপত্রও ভাঙচুর করে।

জানা গেছে, এ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন গৃহস্থ বাড়ির লোকজন এবং এলাকার বাসিন্দারা। তবে পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে থাকে। এভাবে নিরাপত্তা কর্মীদের হামলার ঘটনায় সকল স্তরের মানুষ নিন্দা জানিয়েছেন।

এদিকে, সাব্রুমের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নষ্ট করছে এলাকার পুলিশ, এমন অভিযোগ বিজেপির কর্মীদের। তাঁদের অভিযোগ, থানার এসআই জনৈক প্রকাশ দেব ও পঙ্কজ ভৌমিক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বিজেপি সমর্থিত ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। এলাকার বিজেপি কর্মীরা জানান, বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সবিতা ভৌমিককে মারধর করেছে পুলিশ। তাঁরা আরও জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর মারে গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপির কর্মীরা। তবে কী কারণে ওই গৃহস্থের বাড়িতে আধাসেনার জওয়ানরা হামলা চালিয়েছে সে ব্যাপারে কোনও স্পষ্টীকরণ পাওয়া যায়নি থানা বা সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কাছ থেকে।

এদিকে, কঠোর নিরাপত্তার মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হল ৩৮ জোলাইবাড়ি লোকসভা নির্বাচন। শন্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত ৩৮ জোলাইবাড়ি বিধানসভাকেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৪৫,৩৪৭। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২৩,১৭৩ জন ও মহিলা ভোটার ২২,১৭৪ জন। এই কেন্দ্রে মোট পোলিংস্টেশন রয়েছে ৬০টি। সকাল থেকেই শুরু হয় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। সকাল থেকে উৎসবের মেজাজে সকলে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছেন। ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার শরুতে ১৮, ৪৬, ৪৭ ও ২৯নং পোলিং স্টেশনে ইভিএম মেশিনের যান্ত্রিক গলযোগ দেখা যায়। যারফলে এই কেন্দ্রগুলিতে ভোটগ্রহন প্রক্রিয়া শরু হতে বিলম্ব হয়েছে। ৩৮ জোলাইবাড়ির ৫৯ নং বুথে সকাল ৭টা ৩৫ মিনিট নাগাদ নিজ কেন্দ্রে ভোটদান করলেন এই বিধানসভার বাম বিধায়ক যশবির ত্রিপুরা। তিনি ভোটদান শেষে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে জানান তার ঘর সংলগ্ন ৪টি পোলিংস্টেশনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ পক্রিয়া চলছে। এছাড়া সমস্ত জোলাইবাড়ি কেন্দ্রে সঠিকভাবে ভোটদান করতে পারছেনা বাম সমর্থীত কর্মীরা। এমনটাই অভিযোগ করলেন বাম বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা। অন্যদিকে আইপিএফ টি সমর্থীত কর্মীদের অভিযোগ ৪১ ও ৪২ নং বুথে বিজে পি সমর্থীত কর্মীরা আই পি এফটি কর্মীদের ভোটদানে বাধাদিচ্ছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ৩৮ জোলাইবাড়ি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তাপস দত্ত ও বিকাশ বৈদ্য জানান উনাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা জানান পুলিশের ব্যবহারে তারা মর্মাহত। পুলিশ বিরোধি দলের হয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ শাসকদলের। উনারা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজারের এসডিপিও নির্দেশ দেবের নেতৃত্বে সমগ্র জোলাইবাড়ি এলাকায় এক সন্ত্রাসের বাতাবরন সৃষ্টি করা হয়েছে। যার ফলে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে উৎসবের মেজাজে ভোটপ্রদান করতে পারছেনা। পুলিশের কারণে আজকের ভোটগ্রহণ পক্রিয়া নিরানন্দের রূপ ধারন করেছে বলে শাসকদলের অভিযোগ। শাসক দলের অভিযোগ সম্পর্কে এস ডি পি ও নির্দেশ দেব জানান শাসকদলের লোকজন পুলিশকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। পুলিশ কারোর পক্ষ হয়ে কাজ করছেনা পলিশ জনগণের হয়ে কাজ করছে। সমগ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা চলার কারণে উনাদের বাধ্য হয়ে কোন জায়গায় লোকজনের ভিল দেখলে সকলে বুঝিয়ে নিজ নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জানা গেছে, নির্বাচন কমিশনে এসএমএস, টেলিফোন এবং চিঠি মারফত গুচ্ছ অভিযোগ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জনসাধারণের তরফে জমা পড়েছে। ওইসব অভিযোগ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কমিশন।

গান্ধীনগরে মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিলেন মোদী, ভোট দিলেন আহমেদাবাদ থেকে

আহমেদাবাদ, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় গুজরাটের ২৬টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। এই ২৬টি আসনের মধ্যে রয়েছে গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রও। এই কেন্দ্রে ভাগ্য নির্ধারণ হবে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ-এর। অন্যদিকে, এদিন সকাল সকাল আহমেদাবাদে রণীপের নিশান হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে ভোট দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ভোট দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহও।এদিন সকালে আহমেদাবাদের রণীপে ভোট দিতে যাওয়ার আগে গান্ধীনগরে মায়ের বাড়িতে আসেন প্রধানমন্ত্রী। মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রণাম করেন মোদী। মায়ের হাত থেকে মিষ্টিও খান প্রধানমন্ত্রী। এরপর স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে আহমেদাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় ও ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু দুপুর হতেই আবার ওই সব এলাকায় বুথে বুথে দুর্বৃত্ত বাহিনী ভোটারদের বাধা দিতে শুরু করে বলে অভিযোগ করেন গৌতম দাস।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

রির্টানিং অফিসারকেও অভিযোগগুলি সম্পর্কে অবহিত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করতে বলেছেন তিনি।

মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে পূর্ব ত্রিপুরা আসনের ভোট পর্ব চলছে। চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। ভোট নেওয়া হচ্ছে ছয় জেলার ৩০টি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত ১,৬৪৫টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি এলাকার বাইগনছাপাড়া এসবি স্কুলে নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বিজেপি প্রার্থী রেবতীকুমার ত্রিপুরা। ভোট দিয়ে এসে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁর জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেছেন রেবতীকুমার।

এদিকে সকল ভোটারদের নির্ভয়ে নিজের নিজের বুথে গিয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ভোটারদের মনোবল বাড়ানোর জন্য রাজ্যে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হয়েছে। প্রতিটি বুথে ওয়েভ কাস্টিং করা হচ্ছে। গত ১১ এপ্রিল প্রথম দফায় অনুষ্ঠিত ভোটের প্রেক্ষিতে পুলিশ সেক্টর অফিসার এবং ফ্লাইং স্কোয়াডকে পুরোদমে কাজে লাগানো হয়েছে। বিভিন্ন বুথে জাতি-জনজাতি অংশের মানুষ দীর্ঘ লাইন ধরে ভোট দিচ্ছেন। অনেক বুথে ভোট শুরুর আগে ভোটাররা চলে আসেন।অন্যদিকে নির্বাচন দফতরের এত-সব পদক্ষেপের পরও ভোটকে ঘিরে অশান্তির খবর আসছে।

চেলসিকে রুখে দিল বার্নলি

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল।। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে ওঠার হাতছানিতে মাঠে নামা চেলসি পুরোটা সময় জুড়ে বল দখলে রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও আধিপত্য করল। কিন্তু বার্নলির বিপক্ষে শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দিতে পারল না মাওরিসিও সাররির দল।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে সোমবার রাতের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। অক্টোবরে লিগের প্রথম পর্বে বার্নলির মাঠে ৪-০ গোলে জিতেছিল চেলসি।

লিগে এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচ জয়শূন্য রইলো লন্ডনের দলটি। গত সপ্তাহে লিভারপুলের মাঠে ২-০ গোলে হেরেছিল সাররির শিষ্যরা।

গোল আর পাল্টা গোলে ম্যাচের শুরুটা ছিল দারুণ রোমাঞ্চকর। অষ্টম মিনিটে একটি কর্নার চেলসির রক্ষণভাগ ঠিকমতো ফেরাতে না পারলে ডি-বক্সের বাইরে পেয়ে যান জেফ হেনড্রিক। দুর্দান্ত ভলিতে জাল খুঁজে নেন আইরিশ এই মিডফিল্ডার।

পিছিয়ে পড়ে পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি স্বাগতিকরা। দুই মিনিটের ব্যবধান দুবার জালে বল পাঠায় তারা।

দ্বাদশ মিনিটে বাঁ-দিক দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছে বল বাড়ান এদেন আজার। প্রথম ছোঁয়ায় জোরালো শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ফরাসি মিডফিল্ডার এনগোলো কঁতে। আর চতুর্দশ মিনিটে সেসার আসপিলিকুয়েতার ব্যাকহিলে বল পেয়ে ছোট ডি-বক্সের ডান দিক থেকে জোরালো শটে দলকে এগিয়ে দেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড গনসালো হিগুয়াইন।

২৪তম মিনিটে আরেকটি সেটপিসে সমতা টানে অতিথিরা। সতীর্থের ফ্রি-কিকে হেডে বল সামনে বাড়ান ক্রিস উড। কাছ থেকে হেডে স্কোরলাইন ২-২ করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড অ্যাশলি বার্নস।

দ্বিতীয়ার্ধেও একইভাবে প্রতিপক্ষের উপর চাপ ধরে রাখে আজার-কঁতেরা। বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগও পেয়েছিল তারা; কিন্তু জয়সূচক গোলের দেখা মেলেনি। আসরে সপ্তম ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে চেলসি।

৩৫ ম্যাচের ২০টি জেতা চেলসির পয়েন্ট ৬৭।

সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে এক ম্যাচ কম খেলা টটেনহ্যাম হটস্পার। আর ১ পয়েন্ট কম নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে আর্সেনাল।

মূল্যবান এই ১ পয়েন্টে বার্নলির অবনমনের শঙ্কা অনেকটাই কেটে গেছে। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে আছে তারা।

রোববার কার্ডিফ সিটির মাঠে ২-০ গোলে জেতা লিভারপুল ৩৫ ম্যাচে ৮৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। দুই পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটি অবশ্য লিভারপুলের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলেছে।

রোববারের আরেক ম্যাচে এভারটনের মাঠে ৪-০ গোলে হারা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৩৪ ম্যাচে ১৯ জয় ও সাত ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে।

এক ম্যাচ বেশি খেলা এভারটন ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে সাত নম্বরে।

গোল্ডেন বুট জয়ের দৌড়ে মেসির ঘাড়ে এমবাপ্পের নিঃশ্বাস

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল।। গোল করাটা যেন হাতের মোয়া বানিয়ে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। লা লিগার গত দুই মৌসুম ধরে সর্বোচ্চ গোলদাতা এই ৩১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। এছাড়া স্প্যানিশ ফুটবল লিগের ইতিহাসে গোলদাতাদের তালিকাতেও সবার শীর্ষে জ্বলজ্বল করছে আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকরের নাম। সব প্রতিযোগিতা মিলে ক্যারিয়ারের ৬০০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে আর মাত্র চার গোলের দূরত্বে মেসি।

গত দুই আসরে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুট জেতা মেসি ৩৩ গোল নিয়ে এবারের ২০১৮-১৯ মৌসুমেও আছেন সবার সামনে। গত ম্যাচে রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে গোল না পেলেও চলতি মৌসুমে ইউরোপিয়ান লিগগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনটা ধরে রেখেছেন বার্সা তারকা।

আপাতত ৩০ গোল নিয়ে মেসির নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী পিএসজির (প্যারিস সেন্ট জার্মেই) ফরাসি ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফুটবলের নতুন যুবরাজ গত রোববার রাতে সাবেক ক্লাব মোনাকোর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন। তবে মেসিকে আর হয়তো টপকানো হচ্ছে না ২০ বছর বয়সী তারকার। কারণ ৩০ এপ্রিলের পর লিগ ওয়ানের শিরোপাজয়ী পিএসএজির জার্সিতে আর মাঠে নামা হবে না এমবাপ্পের।

যার কারণে ব্যবধানটা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে মেসির সামনে। অবশ্য সেরা গোলদাতা হওয়ার চেয়ে নাম্বার টেনের এখন সমস্ত মনোনিবেশ চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ নিয়ে। শেষ চারে কাতালানদের প্রতিপক্ষ যে গত আসরের ফাইনালিস্ট লিভারপুল।

মৌসুমে মেসি-এমবাপ্পের পর ইউরোপিয়ান গোল্ডেন বুটের দৌড়ে পরের নামটা বেশ চমকে দেওয়ার মতো। ২২ গোল নিয়ে তিনে ইতালিয়ান ক্লাব সাম্পদোরিয়া ফরোয়ার্ড ফাবিও কুয়াললিয়ারেলা। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, মোহাম্মাদ সালাহ, সার্জিও আগুয়েরোদের মতো জাত ফরোয়ার্ডদের জায়গা হয়নি সেরা পাঁচে। ১৯ গোল নিয়ে তিন তারকাই আছেন যথাক্রমে নয়, দশ ও এগারোতম স্থানে।

সেরা পাঁচের বাকি দুই নাম করিম বেনজেমা ও নাপোলির ক্রিস্তফ পাইয়াতেক। ২১ গোল করেছেন দু'জনই। সমান গোল করলেও তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে বায়ার্ন মিউনিখের পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডভস্কি।

টানা ৫ টি-টোয়েন্টিতে 'শূন্য', বাজে রেকর্ডে টার্নার

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল।। ভারতের মাটিতে ওয়ানডেতে ঝড় তুলে নিজ দল অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে আলোচনা এসেছিলেন অ্যাশটন টার্নার। পরে চলমান আইপিএলে কাড়াকাড়ি করে তাকে দলে ভেড়ায় রাজস্থান রয়্যালস। তবে কয়েকমাসের ব্যবধানে তিনি এমন এক রেকর্ড গড়লেন, যা রেকর্ড না বলে বাজে রেকর্ড বলাই ভালো।

টার্নার টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে প্রথম -ছয়ের পাতায় দেখুন

চেন্নাই বদলে আইপিএলের ফাইনাল হায়দ্রাবাদে

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল।। গ্যালারি সমস্যার কারণে চলমান আইপিএল ফাইনাল চেন্নাইয়ের বদলে হায়দ্রাবাদে নিশ্চিত করা হয়েছে। আগামী ১২ মে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের ঘরের মাঠ রাজীব গান্ধী আর্নজাতিক স্টেডিয়ামে আসরটির সমাপনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চেন্নাই সুপার কিংসের মাঠ এমএ চিদাম্বরাম স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ও ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। উদ্বোধনী ম্যাচটি ঠিকভাবে সম্পন্ন হলেও তিনটি গ্যালারির সমস্যার কারণে আয়োজকরা ফাইনাল সরিয়ে নেয়।

চেন্নাই অবশ্য ৭ মে আইপিএলের -ছয়ের পাতায় দেখুন

সিটি নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনাইটেডে মিলনারের সমর্থন

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল।। উত্তেজনার পারদ চড়তে বেশি দেরি নেই। মৌসুমের শেষ ম্যানচেস্টার ডার্বি বলে কথা। বুধবার (২৪ এপ্রিল) বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত একটায় টায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাদের ঘরের মাঠ ওল্ড ট্রাফোর্ডে আতিথেয়তা জানাবে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার সিটিকে। দুই দলের সমর্থক তো বটে, প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থাকা লিভারপুলও তাকিয়ে থাকবে ম্যাচটির দিকে।

অবশ্য ম্যাচটি না দেখলেও অল রেডসদের মাঝমাঠের প্রাণভোমরা জেমস মিলনার সমর্থন দিচ্ছেন রেড ডেভিলসদের।

ইংলিশ তারকা জীবনে প্রথমবার ইউনাইটেডকে সমর্থন দেওয়ার ব্যাপারে বলেন, 'আমার জীবনে প্রথমবার ইউনাইটেডকে সমর্থন করছি।'

তবে দুই ইংলিশ পরাশক্তির ডার্বি দেখার বিষয়ে জানতে চাওয়ায় কিছুটা তিতকুটে মন্তব্যও করেছেন মিলনার, 'আমি কিন্তু ম্যাচটি দেখব না। এটা কেবল সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া কিছু নয়। আমি জানি না আমি কি করব। সম্ভবত খাবার খেতে বাইরে যাব।'

চিরশত্রু ইউনাইটেডকে সমর্থন দেওয়ার কারণও আছে মিলনারের। সিটি হারলেই যে লিভারপুলের লাভ। তখন ইয়র্গান ক্লপের শিষ্যদের শিরোপাটা চলে আসবে একেবারে নাগালেই। ১৯৮৯-৯০ মৌসুমের পর এই প্রথম শিরোপা জয়ের সামনে অল রেডসরা।

লিগে মৌসুমের প্রথম ডার্বিতে অবশ্য সিটিজেনরাই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। সে ম্যাচে ঘরের মাঠ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ৩-১ গোলে জয় পেয়েছিল গার্দিওলার শিষ্যরা।

চলতি মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের পেছনে লিভারপুলের এখন সবচেয়ে বড় বাধা পেপ গার্দিওলার দল। গত আসরের চ্যাম্পিয়নরা এবার ৩৪ ম্যাচে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে আছে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৮৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

পিএসজিতেই থাকছেন রিয়ালের 'টার্গেট' এমবাপে

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল।। চলতি মৌসুম শেষে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন কিলিয়ান এমবাপে-দীর্ঘদিন ধরে চলা এই গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড নিজেই। জানিয়েছেন, পিএসজিতে থাকার পরিকল্পনার কথা।

গোল ডটকম চলতি সপ্তাহে এক প্রতিবেদনে দাবি করে, রিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে এমবাপের। এছাড়া দ্বিতীয় মেয়াদে কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদান মাদ্রিদে ফেরার পর থেকে স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমে গুঞ্জন, এ বছরের গ্রীষ্মকালীন দল-বদলে বড় অংকের টাকা খরচ করে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় কিনতে চায় রিয়াল। আর ওই তালিকায় তরুণ এই ফুটবলারের নাম নাকি উপরের দিকে রয়েছে।

তবে চলতি বছরের দল-বদলে পিএসজি ছাড়ছেন না বলে সম্প্রতি ফ্রান্সের এক টেলিভিশন চ্যানেলকে জানান এমবাপে।

"হ্যাঁ, এখানে থাকার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।রিয়াল মাদ্রিদের জন্য ভালো যে তাদের জিনেদিন জিদানের মতো কোচ আছে। একজন সমর্থক হিসেবে আমি তাদের ম্যাচ উপভোগ করব।"

চলতি মৌসুমে ভালো ছন্দে আছেন এমবাপে। লিগ ওয়ানের চলতি আসরে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩০টি গোল করেছেন বিশ্বকাপ জয়ী এই ফুটবলার।

কোপা আমেরিকায় ভালো ছন্দের নেইমারের প্রত্যাশায় তিতে

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল।। চোট কাটিয়ে মাঠে ফেরা নেইমার ঘরের মাঠে হতে যাওয়া কোপা আমেরিকায় ভালো ছন্দে থাকবেন বলে আশা করেছেন ব্রাজিলের কোচ তিতে।

রোববার লিগ ওয়ানের ম্যাচে মোনাকোর বিপক্ষে ৪৫ মিনিট খেলেন নেইমার। কিলিয়ান এমবাপের হ্যাটট্রিকে ম্যাচটিতে ৩-১ গোলে জয় পায় ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। জানুয়ারিতে পায়ের চোটে মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়ার পর এটাই ছিল নেইমারের প্রথম ম্যাচ।

সাংবাদিকদের তিতে বলেন, "এরই মধ্যে সে মাঠে ফিরেছে এবং আমরা দ্রুতই তার ছন্দে ফেরার আশা করব। স্বাভাবিক অগ্রগতির একটি প্রক্রিয়া এটা।"

গত বছর রাশিয়া বিশ্বকাপের দুই সপ্তাহ আগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে একই ধরনের পায়ের চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন নেইমার। তবে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে এবারের অবস্থাকে এক করে দেখতে রাজি নন তিতে।

"এখন বড় একটা পার্থক্য আছে। কোপা আমেরিকা শুরু হওয়ার আগে আরো সময় আছে। সুতরাং কৌশলগত দিক থেকে আরও উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর পাশাপাশি আরও ভালোভাবে ফিরে আসার সুযোগ আছে।"

"বিশ্বকাপে সে যে অবস্থায় ছিল, কোপা আমেরিকায় তার চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকতে পারে।"

লিগ ওয়ানে চলতি মৌসুমে ১৪ ম্যাচে ১৩টি গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের ৬টি গোলে অবদান রেখেছেন নেইমার। ১৪ জুন শুরু হবে কোপা আমেরিকার এবারের আসর।

ক্লাব পর্যায়ে নেইমারের সঙ্গে খেলার ইচ্ছা কৌতিনিয়োর

লন্ডন, ২৩ এপ্রিল।। জাতীয় দল সতীর্থ নেইমারের সঙ্গে খেলাটা ভীষণ আনন্দদায়ক বলে জানিয়েছেন ব্রাজিলের ফিলিপে কৌতিনিয়ো। ভবিষ্যতে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলারের সঙ্গে একই ক্লাবে খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন বার্সেলোনা মিডফিল্ডার।

২০১৭ সালে বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজিতে পাড়ি জমান নেইমার। এর পরের বছর ইংলিশ ক্লাব লিভারপুল থেকে কাম্প নউয়ে আসেন কৌতিনিয়ো।

ভবিষ্যতে কখনও নেইমারের সঙ্গে একই ক্লাবে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে কৌতিনিয়ো বলেন, "তার সঙ্গে খেলাটা সবসময় আনন্দের। ব্রাজিলের বয়স ভিত্তিক দলে আমরা একসঙ্গে অনেক খেলেছি। এরপর নেইমার একজন বিশেষ -ছয়ের পাতায় দেখুন

জাগরণ 24 April, 2019, Wednesday আগরতলা ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ১০ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

তৃতীয় দফার ভোটে পশ্চিমবঙ্গে চলল গুলি, পরল বোমা

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : এবার লোকসভা নির্বাচনে প্রথম ও দ্বিতীয় দফার ভোট বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া ছিল মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ। দার্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বা রায়গঞ্জে ভোটারদের ভয় দেখানো, ইট-পাটকেল ছোড়াই চোখে পরেছিল। দেখা গিয়েছিল লাঠি-ডান্ডার তান্ডব। ছন্দপতন হল তৃতীয় দফার ভোটে। ফের চেনা ছন্দে ফিরল পশ্চিমবঙ্গ। বেলা গড়াতেই বোমা-গুলির শব্দে উত্তপ্ত হল এই রাজ্য। এই প্রথম ২০১৯-এর নির্বাচনে ভোটে ঝরল প্রাণ। তৃতীয় দফায় মুর্শিদাবাদে ভোটের বলি হলেন একজন। রাজনৈতিক সংঘর্ষের মাঝে পড়ে মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হল নিরীহ ভোটারের। এবারের লোকসভা ভোটে প্রথম প্রাণহানির ঘটনা ঘটল পশ্চিমবঙ্গে। আর বিকেল সাড়ে চারটেয় কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের দফতর থেকে বের হবার সময় জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক নির্লিপ্ত ভাবে জানিয়ে দিলেন 'মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে'। জানালেন, ''ঘটনা গুলোর বিস্তারিত খবর পেতেই জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন''। এদিকে, মঙ্গলবার তৃতীয় দফার ভোটের পর মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আরিজ আফতাব জানান, ঙ্ক্র' কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া মোটের উপর ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে ঙ্ক্র'। মোট চারটি অভিযোগ এসেছে। বিভিন্ন ঘটনায় ৯ জন আহত হয়েছে। ৭ জনকে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও, আগাম সতর্কতার জন্যে ২২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গে বালুরঘাট, মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর এবং মুর্শিদাবাদ-এই পাঁচটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছেঊ ভোট গ্রহণের শেষ বেলায় নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল এদিন বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৫ কেন্দ্রে ভোট পরেছে ৭৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। মালদা দক্ষিণে ভোট পরেছে ৭৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ। বালুরঘাটে ভোট পরেছে ৮০ দশমিক ৯৮ শতাংশ। মালদা উত্তরে ৭৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ। জঙ্গিপুরে ৭৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ। মুর্শিদাবাদে ভোট দিয়েছেন ৮৪ দশমিক ৪১ শতাংশ ভোটার।

এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুরে এক ভোটকর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। নাম বাবুলাল মূর্মু। তাঁর পরিবারের দাবি, বাবুলাল রিজার্ভে ছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের জন্য আতঙ্কিত হয়েছিলেন বাবুলাল। তাই ভয়ে আত্মহত্যা করেন। বুনিয়াদপুর শ্যামাপল্লীর বাসিন্দা বাবুলাল মূর্মু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। গতকাল রাতে ডিসিআরসি অফিস থেকে ফেরেন তিনি। সকালে বাড়িতেই গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ মেলে। এবিষয়ে রিপোর্ট চেয়েছে কমিশন।

মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় তৃণমূল-কংগ্রেস সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন আবদুল কালাম টিয়ারুল শেখ নামের এক কংগ্রেস কর্মী। হাঁসুয়ার কোপে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম হয়েছেন এক কংগ্রেস কর্মী মেহেবুব শেখ। তৃণমূল কংগ্রেসেরও একজন কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর। আহতদের স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৮৮ নম্বরে বুথে এই ঘটনা ঘটেছে। আহত হয়েছেন মৃত টিয়ারুলের ছেলেও। প্রথমে জখম অবস্থায় টিয়ারুল শেখকে বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

মুর্শিদাবাদের সুতিতে পুলিশের তাড়ায় গরম জলে পড়ে আহত দুই শিশু। বুথের বাইরে জটলা দেখে তাড়া করেছিল পুলিশ। তখনই এই ঘটনা ঘটে। ডোমকলের টিকটিকিপাড়ায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে, মোরাদাবাদে নির্বাচনী আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদের হুরশি এবং লোচনপুরে তৃণমূল এবং বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, আহত হন ৩ জন। ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলের স্বামী সেটাই আটকাতে গিয়েছিলেন। তখনই তাঁর উপর লাঠি, বাঁশ দিয়ে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। সঙ্গে থাকা এক সহকর্মীও হামলায় জখম হন। তাঁদের দু'জনকেই ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন এই ঘটনায় রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। আবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার কুমরিপুরে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। কংগ্রেসের অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। ডোমকলের টিকটিকিপাড়ার ২২ নম্বর বুথের সামনে ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছে বলে খবর। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের বিশাল বাহিনী। মুর্শিদাবাদের ডোমকলে বিজেপি সমর্থক শাশুড়ি-বৌমাকে বেধড়ক মার দেওয়া হয়। হাসপাতালে ভর্তি জখমরা। মুর্শিদাবাদের কুমরিপুরে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কংগ্রেসের। অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল। ভগবানগোলার অনুপনগরে সিপিএমের পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ওই পোলিং এজেন্ট জানিয়েছেন, বুথ থেকে মাত্র ৩০ মিটার দূরে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাঁর উপর হামলা করেন তৃণমূলের কর্মীরা। অভিযোগ, নিয়োগপত্র কেড়ে নিয়ে মারধর করা হয় তাঁকে। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তপন বিধানসভা এলাকায় বজরা পুকুর স্কুলের ১৪৮ নম্বর বুথ দখলের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিজেপি সমর্থক মন্টু রায়। তার উপর ১৫ থেকে ২০ জন দুষ্কৃতী চড়াও হয় বলে অভিযোগ। আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভয় দেখানো হয়, বন্দুকের বাট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বালুরঘাটের গঙ্গারামপুরে মহিলা ভোটারদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ দিনাজপুরেরই কুশমন্ডিতে বুথের মধ্যেই বচসা বাঁধে সিপিএম এবং তৃণমূল এজেন্টের। বিজেপি সমর্থকদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের পোলিং এজেন্টের বিরুদ্ধে। এক বিজেপি সমর্থক জখম হয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির পোলিং এজেন্ট। 'এই বুথ আমার, পুলিশ কেন এসেছে' ? এই বলে কুমারগঞ্জে পুলিশকে ধমক দেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক মাহমুদা বেগমের। বালুরঘাটের ৬৬ নম্বর বুথের বাইরে ঝালমুড়ি বিলি করে তৃণমূল কর্মীরা। তাই নিয়ে বালুরঘাটেও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলে বিজেপি। গঙ্গারামপুরে ৩৮ এবং ৬৩ নম্বর বুথে পোলিং এজেন্টকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। ভোটারদেরও বাড়িতে আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে।

মালদহ উত্তর কেন্দ্রে ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার ছিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন। তাই করবুকের সুদূঢ়ে ভোটাররা এই ভাবেই ভোট দিতে যাচ্ছেন জলপথ অতিক্রম করে। ছবি- নিজস্ব।

আজ বিশ্ব বই দিবস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স) : আজ ২৩এপ্রিল, 'বিশ্ব বই দিবস'। ইন্টারনেটের যুগে কিছুটা পিছিয়ে পরলেও এখনও আট থেকে আশির মন জুড়ে রয়ে গেছে 'বই' ঊ কারণের বইয়ের গন্ধ অনুভূতি যে যন্ত্রে মেলে না। তাই আজও অত্যাধুনিক কলকাতার বুকে রমরমিয়ে টিকে রয়েছে বই পাড়া ঊ এমনটাই মনে করেন বই প্রেমীরা ।

সর্বপ্রথম 'বিশ্ব বই দিবসে'র মূল ধারণাটি এসেছিল স্পেন থেকে। স্পেনর বিখ্যাত লেখক ছিলেন মিগেল দে থের্ভান্তেস। থের্ভান্তেসের জীবনাবসান ঘটে ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল। সেই সময় তার শিষ্য ছিলেন স্পেনের আর এক বিখ্যাত লেখক ভিসেন্ত ক্লাভেল আন্দ্রেস। তিনিই প্রথম তার গুরুর সৃষ্টিকে স্মরণীয় করে রাখতে 'বই দিবসে'র সূচনা করেন ঊ তার উদ্যোগেই ১৯২৩ সালের ২৩ এপ্রিল সর্বপ্রথম বিশ্ব বই দিবস পালন করা হয়। এর পরবর্তিতে ১৯৯৫ সালে ইউনেসকো ২৩ এপ্রিল-কে 'বিশ্ব বই দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার পর থেকেই সারা বিশ্বে এই দিনটি 'বিশ্ব বই দিবস' হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে আহত ৩

কালিয়াচক, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : দাবি, ভোটারকে সঙ্গে নিয়ে বুথে ঢুকবেন স্থানীয় নেতা। আর তার থেকেই নিজেদের বচসা, আর সেখান থেকেই আহত হলেন ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক ৩ নম্বর ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের গোপালনগরে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে আহত হন এক মহিলা সহ ৩ জন ভোটার। সংঘর্ষের জেরে গুরুতর আহত হন হাবুল সেখ, ভগু মিঞা ও সিতারা বিবি। ইতিমধ্যেই তাঁদের গোলাপগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজ্যের পাঁচ আসনের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ইতিমধ্যেই ডোমকল, হরিহরপাড়া, কুশমন্ডি-সহ একাধিক জায়গা থেকে উঠে এসেছে অশান্তির খবর। ছাপ্পা ভোটে সহায়তার অভিযোগে ভোট চলাকালীনই রতুয়ার বুথের প্রিসাইডিং অফিসারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য নির্বাচন চলাকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে রাজ্যের ৯২ শতাংশ কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন।

বিজেপির ঢেউয়ে ভয় পেয়েছে বিরোধীরা : প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রাপড়া, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : গোটা দেশজুড়ে বিজেপির ঢেউ উঠেছে। আর তাতে ভয় পেয়েছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার ওড়িশার কেন্দ্রাপড়া জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ওড়িশার শাসকদল বিজেডির বিরুদ্ধে তোপ দেগে এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্য থেকে বিজেডি বিদায় নিশ্চিত। ওড়িশাবাসী নিজের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছে। কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যেও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে সমর্থন করবে ওড়িশাবাসী। রাজ্যে এখন পরিবর্তন চাইছে জনগণ। ফলে বিজেডির টিকে থাকা খুবই মুশকিল হয়ে পড়েছে। হাতে গোণা কয়েক জন আমলাদের দিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না বিজেডি। শক্তি এবং চাপ সৃষ্টি করে রাজ্যের বিজেপির উত্থান বিজেডি আটকাতে পারবে না। সম্মানের সঙ্গে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া উচিত বিজেডির। ওড়িশায় স্রেফ বিজেপি ঢেউ ওঠেনি, উঠেছে হুঙ্কার। জনগণ এখন বিজেপিকে চাইছে। ২০১৪ সালের তুলনায় এবার বিজেপির প্রতি ভালবাসা আরও বেশি বেড়েছে। বিগত ১২ দিন ধরে রাজ্যজুড়ে বিজেপিকর্মীদের উপর হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। রাজ্য প্রশাসন একেবারে নির্বিকার বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছে নবীন পট্টনায়ক সরকার বলে এদিন জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এর ফলে রাজ্যের কৃষক এবং সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এদিন গুজরাটের আহমেদাবাদ ভোট দিয়ে ওড়িশায় এসে এই জনসভায় যোগ দেন তিনি।

মুকুল রায়কে মোদীর সভায় যোগ দেবার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে বুধবার শর্তসাপেক্ষে রানাঘাটে যাওয়ার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডলের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেন। যদিও বিচারপতিদের নির্দেশ আগামীকাল নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী জনসভায় থাকতে পারবেন মুকুল রায়। তবে, তাঁকে সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসতে হবে। পাশাপাশি, ২০ মে পর্যন্ত ওই মামলার শুনানির উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় খুন হন নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস। খুনের ঘটনায় প্রথমে কার্তিক মণ্ডল ও সুজিত মণ্ডল নামে দু''জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

তৃণমূলের তরফে মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি মুকুল রায় হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান। পরদিন হাইকোর্ট জামিন মঞ্জুরও করে। এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে জানিয়ে দেয় হাইকোর্ট। যদিও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডলের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, তিনি নদিয়া জেলায় ঢুকতে পারবেন না। তারপর গতকাল সোমবার নদিয়ায় ঢোকার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানান মুকুল রায়। তাঁর তরফে বলা হয়, আগামী ২৪ এপ্রিল নদিয়া জেলায় লোকসভার ভোট প্রচারের জন্য একটি রাজনৈতিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে চান তিনি।

মঙ্গলবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি ও বিচারপতি মনোজিৎ মণ্ডলের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। রাজ্যের তরফে আডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে যে খুনের অভিযোগ রয়েছে সেই ঘটনার তদন্ত চলছে এখনও। এই তদন্ত এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যদি তাঁকে নদিয়া জেলায় ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে জনসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে'।

শুনানি শেষে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামীকাল অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল রানাঘাটে নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় যেতে পারবেন মুকুল রায়। তবে, তাঁকে সন্ধ্যার মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসতে হবে। আর পরদিন তদন্তকারী অফিসারদের জানাতে হবে। নদিয়া জেলার অন্য কোথাও মুকুল রায় যেতে পারবেন না। কিন্তু, ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে সেই সভাগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

মোরাবাদে উত্তেজনা : সাইকেল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের কাছে আর্জি, প্রহৃত পোলিং অফিসার

মোরাদাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ২৩ এপ্রিল (হি.স.): ভোটগ্রহণকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদের একটি বুথে। অভিযোগ, মোরাদাবাদের ২৩১ নম্বর বুথে একজন পোলিং অফিসার সমাজবাদী পার্টির প্রতীক 'সাইকেল' চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য বলছিলেন ভোটারদেরঊ এই অভিযোগে বিজেপি কর্মীরা ওই পোলিং বুথে ঢুকে পোলিং অফিসারকে মারধর করেন। পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেনঊ এই ঘটনার জেরে ওই বুথে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয় 'সাইকেল' চিহ্ন সমাজবাদী পার্টির দলীয় প্রতীক। বিজেপির অভিযোগ, মোরাদাবাদের ২৩১ নম্বর বুথে একজন পোলিং অফিসার সমাজবাদী পার্টির প্রতীক 'সাইকেল' চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য বলছিলেন ভোটারদের। এই অভিযোগে বিজেপি কর্মীরা ওই পোলিং বুথে ঢুকে পোলিং অফিসারকে মারধর করেনঊ পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই ঘটনার জেরে ওই বুথে বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয়ঊ সূত্রের খবর, এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন।

ভোট দিলেন না জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ এপ্রিল ।। ভোট দিলেন না পূর্ব আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী সাংসদ জীতেন্দ্র চৌধুরী। এরজন্য তিনি সন্ত্রাসকে হাতিয়ার করেছেন। তাঁর দাবি, দলীয় কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে গিয়ে ভোট দিতে যাওয়া হয়নি তাঁর। তবে, আজ তিনি জোলাইবাড়িতে ছিলেন বলে পার্টি সূত্রে জানা গেছে। সেক্ষেত্রে জোলাইবাড়ি থেকে নিজ ভোট কেন্দ্রে কেন তিনি গেলেন না সেই প্রশ্ন উঠেছে।

লোকসভা নির্বাচনে সম্ভবত এই প্রথম কোনও প্রার্থী ভোট দিলেন না। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সমালোচকদের মতে, ভোট না দিয়ে জনগণের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেছেন জীতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর এই চেষ্টা কতটা ফলপ্রসু হবে ২৩মে প্রমাণ মিলবে।

শ্রীলঙ্কা বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩১০

কলম্বো, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : শ্রীলঙ্কা বিস্ফোরণ কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩১০। এই বিস্ফোরণ কাণ্ডে যুক্ত থাকার অপরাধে এখন পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আত্মঘাতী এই হামলার সঙ্গে জড়িত জঙ্গিরা যে ভ্যানে করে এসে বিস্ফোরণ চালিয়েছিল সেই ভ্যানের চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। যে বাড়িতে জঙ্গিরা ঘাঁটি গেড়েছিল সেই বাড়ির মালিকও ধৃতদের মধ্যে রয়েছে।

সে দেশের পুলিশের মুখপাত্র রুওয়ান গুণশেখরা জানিয়েছেন, রবিবার হওয়া এই বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১০। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে সে দেশের রাষ্ট্রপতি শিরিসেনা। মঙ্গলবার গোটা শ্রীলঙ্কাজুড়ে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। উল্লেখ্য, এই হামলা যে হবে তা এক সপ্তাহ আগেই গোয়েন্দাদের তরফ থেকে সতর্ক করা হয়েছিল।

এই বিস্ফোরণের তদন্ত প্রক্রিয়া শ্রীলঙ্কাকে সমস্ত রকমের সাহায্য করে চলেছে ভারত। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা বিস্ফোরণ কাণ্ডে ভারতীয়দের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০। ট্যুইট করে সে দেশ নিযুক্ত হাইকমিশনের তরফ থেকে এমনই জানানো হয়েছে। এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে আইসিস।

অসুস্থ হয়ে পড়লেন অমিতাভ বচ্চন

কলকাতা,২৩ এপ্রিল (হি.স.) : হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিগ বিঊ মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে লক্ষ্য করা গেল আমিতাভ বচ্চনকেঊ আচমকাই শরীর খারাপ অনুভব করছিলেন তিনি। ৭৬ বছর বয়সেও সিনেমার পর্দায় সমান ম্যাজিক দেখাচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন । বিগ বিকে মাত দিতে পারে এমন অভিনেতা এখনও বলিউডে নেই বললেই চলে । তাঁকে বলিউডের শহেনশাহও বলা যায়ঊ তবে, হঠাৎ-ই মঙ্গলবার মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে দেখা গেল অমিতাভকে । জানা যায়, আচমকাই শরীর খারাপ অনুভব করছিলেন বিগবি । নিজেই হাসপাতালে গেলেনঊ হাসপাতালে গিয়ে রুটিন চেকআপ করান তিনি। তাতে জানা যায় রক্তচাপের সমস্যার জন্যই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছিলেনঊ আপাতত সুস্থ আছেন বিগবি।

ভোট প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যের তৃতীয় দফার ভোট প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছেঊ মঙ্গলবার ফিরহাদ হাকিমের বিরোধিতায় তৎপর হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র এবং বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা । এদিন রাজ্যের তৃতীয় দফার ভোটে বলি হন একজন কংগ্রেস কর্মী ঊ ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের ভগবানগলায় ঊ এই ঘটনায় অঙ্গুল ওঠে শাসক দলের দিকে ঊ যদিও এদিন এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ পারিবারিক ঘটনার জের বলেই দাবি করেন ফিরহাদ হাকিম ঊ তার কথায়, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই ঊ পারিবারিক বিবাদের জেরেই ঘটনাটি ঘটেছে।

ফিরহাদ হাকিমের এই বক্তব্যের পাল্টা অভিযোগ জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র ঊ সোমেন মিত্র বলেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণ তৃণমূলের গুন্ডাদের কাজঊ আজ তৃণমূলের সন্ত্রাসের জন্যই বলি হতে হয়েছে ভগবানগলার ওই কংগ্রেস কর্মীকেঊ সোমেন মিত্রর কথায়, এই সমস্ত তৃণমূলী গুন্ডারা আসকারা পেয়েছে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের ভাষণের দৌলতে ঊ ভোট প্রচারে বেরিয়ে বার বারই দাঙ্গার জনক কথাই তারা প্রচার করেছে ঊ তা থেকে প্রভাবিত হয়েই এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূলের গুন্ডারা ঊ এবিষয়ে ফিরহাদ হাকিমকে আক্রমন করেন সোমেন মিত্র বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের যোগের কথা ফিরহাদ হাকিমের জানা ঊ আর সেটা জেনেই ওই দুস্কৃতিদের আড়াল করতেই এধরনের মন্তব্য করেছেন তিনি।

ভোট চলাকালীন বিক্ষিপ্ত অশান্তিকে নির্বাচন কমিশনের দায় বলেই মন্তব্য করেন ফিরহাদ হাকিম ঊ ফিরহাদ হাকিমের কথায়, নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট ঊ এবিষয়ে এদিন নাম না করে বিজেপিকে কটাক্ষ তিনি বলেন, রাজ্যের কিছু দলের কাজই সারাদিন নির্বাচন কমিশনের বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকা, আর অভিযোগ করা ঊ আর নির্বাচন কমিশনও তাদের কথায় সায় দিয়েই চলছে।

ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কিমিটির সাধারণ সম্পাদক রাহুল সিনহা ঊ এদিন রাহুল সিনহার কথায়, বিক্ষিপ্ত অশান্তি বাদে, প্রথম দুই দফার তুলনায় তৃতীয় দফার ভোট শান্তি পূর্ণই হয়েছে ঊ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠভাবে কাজ করাতেই তা সম্পূর্ণ হয়েছে ঊ আর এই কারণেই অভিযোগ আনছে তৃণমূল ঊ এ বিষয়ে ফিরহাদ হাকিমকে কটাক্ষ করে রাহুল সিনহা বলেন, আসলে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ কাজ দেখে তৃণমূলের হেরে যাওয়ার ভয় হয়েছে ঊ তাই পক্ষপাতের অভিযোগ আনছে ঊ যা সম্পুর্ন তৃণমূলের মন গড়া বলেই এদিন দাবি করেন রাহুল সিনহা।

কয়েকজন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট প্রচার করলেন সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাত

ঝাড়্গ্রাম, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : হাতেগোনা কয়েকজন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট প্রচার করলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো হতে সদস্য বৃন্দা কারাত। এদিন মঙ্গলবার ঝাড়্গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএমের প্রার্থী দেবলিনা হেমব্রমের হয়ে ভোট প্রচারে এসেছিলেন।

বেলপাহাড়ীর হাইস্কুল মাঠে এক জন সভার আয়োজন করেছিল সিপিএম নেতৃত্ব। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে প্রার্থীর প্রচরে এনেও সভা ভার্তি করতে পারেনি সিপিএম ।প্রার্থীর প্রচারে বেলপাহাড়ির মতো এলাকায় মিছিল এবং জনসভা রাখলেও লোক না ভরাতে পারায় আরো একবার সিপিএমের দলের সংগঠন যে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে তা প্রামান করল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা সিপিএমের নেতৃত্ব বেলপাহাড়ি চকে প্রথমে প্রার্থীকে নিয়ে একটি মিছিল করে ।মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম প্রার্থী দেবলীনা হেমব্রম, সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বৃন্দা কারাত,ঝাড়গ্রাম জেলা সিপিএমের সম্পাদক পুলিন বাহারী বাস্কে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ।মিছিলের পর বেলপাহাড়ি হাই স্কুল মাঠে প্রার্থীর সমর্থনে জনসভাটি হয়। সভাস্থলের মাঠটি প্রায় ফাঁকাই পড়েছিল। এই সভা মঞ্চ থেকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কেন্দ্রীয় নেত্রী বৃন্দা কারত বক্তব্যে বলেছেন ''কেন্দ্র আদিবাসীদের বঞ্চনা করছে ।সেই নীতি রাজ্য অনুসরন করে চলছে ।আগামীতে অদিবাসী মানষদের প্রচন্ড সমস্যায় পড়তে হবে ।তাদের জীবন যাত্রা আরো খারপ হয়ে যাবে ।বামপন্থীরাই মুক্তির পথ দেখাতে পারবে। আমরা মানুষের সমর্থন চাইছি। আমরা আদিবাসীদের জল,জমির,অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছি ।কার্যকরি ফল পেয়েছি ।মানুষ আমাদের সাথে আছে ।বেলপাহাড়িতে চৌষট্টি জন সিপিএম কর্মী খুন হয়েছিল ।তারপর পাঁচ—ছয় বছর আমরা কোন মিছিল করতে পারিনি ।এদিন মিছিল করলাম মানুষের সমর্থন নিয়ে।''উল্লেখ্য তৃনমূলের প্রার্থী বিরবাহা সোরেন বেলপাহাড়িতে একাধিকবার প্রচারে এসেছেন ।ঝাড়খন্ড সীমান লাগোয় প্রত্যন্ত গ্রামেও তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার ঘরে তুমুল উৎসাহ দেখা গিয়েছে ।সেখানে এদিন প্রায় ফাঁকা মাঠে কেন্দ্রীয় নেত্রীকে এনে সভা করতে হল সিপিএমকে বলে কটাক্ষ বিরোধীদের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।